নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে তেল আবিবে ফের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

পরীক্ষা না দিয়েও ফুড সাব ইন্সপেক্টর 'নিয়োগ'!

রূপসী বাংলা

১৭৫৭-র ২৩ জুন, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবৃত্ত

সম্পাদকীয়

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরিতে নামল সেচ দফতর

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৪ জুন, ২০২৪
১০ আষাঢ় ১৪৩১
১৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 169 ■ Daily APONZONE ■ 24 June 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

নিটে অসৎ উপায় অবলম্বনে পরীক্ষার্থী বাতিলে শীর্ষে গুজরাত

আপনজন ডেস্ক: সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা ইউজিতে গ্রেস মার্কস দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর পুনরায় গ্রেস পাওয়া পরীক্ষার্থীদের রবিবার ফের পরীক্ষার আয়োজন করে এনটিএ। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এনইইটি-ইউজি-তে যে ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থী গ্রেস মার্কস পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৮১৩ জন রবিবার পুনরায় পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সাতটি কেন্দ্রে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। গত ৫ মে যে ছয়টি কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, সেখানকার সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়।

পুনঃপরীক্ষায় বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রে উপস্থিতির হারে ভিন্নতা দেখা গেছে। গুজরাটে সর্বাধিক উপস্থিতি ১০০% রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে চণ্ডীগড়ে ০% সর্বনিম্ন উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে। চণ্ডীগড়ে (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) দুই যোগ্য প্রার্থীর কেউই উপস্থিত হননি। ছত্তিশগড়ে ৬০২ জন যোগ্য প্রার্থীর মধ্যে ২৯১ জন (৪৮.৩৪%) পরীক্ষা দিয়েছেন। গুজরাটের সুরাটে একজন যোগ্য প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন, তিনি ১০০% উপস্থিতির হার অর্জন করেছিলেন। হরিয়ানার ঝাজ্জরে, ডিএভি পুলিশ পাবলিক স্কুল এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৪৯৪ জনের মধ্যে ২৮৭ জন (৫৮.০৯%) যোগ্য প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। মেঘালয়ে ৪৬৪ জন যোগ্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৩৪ জন (৫০.৪৩%) পরীক্ষায় বসেছিলেন।

মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে তীব্র বিতর্কের মধ্যে নিট আয়োজক সংস্থা এনটিএ নিট পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের দায়ে ৬৩জনকে বাতিল করেছে। অসৎ উপায় অবলম্বনে গুজরাত ছাপিয়ে গিয়েছে বিহারকে। নিষেধাজ্ঞায় পড়া সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী গুজরাত রাজ্যের। এনটিএ রবিবার বিহারের কেন্দ্রগুলিতে ৫ মে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে নিষিদ্ধ করেছে। তার আগে গুজরাতের গোধারা থেকে ৩০ জন অতিরিক্ত প্রার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই সব পরীক্ষার্থীদের কারও দু বছর, কারও এক বছর পরীক্ষায় বসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা 'মাফিয়া'দের হাতে তুলে দিয়েছে মোদি সরকার:

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি রবিবার নিট-ইউজি সহ জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন যে তারা পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে "মাফিয়া" এবং "দুর্নীতিগ্রস্তদের" হাতে তুলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে এবং পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য একটি প্যানেল গঠন করার একদিন পরেই তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানান। শনিবার সিবিআইয়ের ডিরেক্টর জেনারেল সুবোধ সিংকে সরিয়ে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল কেন্দ্র।

এক্স-এ একটি পোস্টে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন যে নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র "ফাঁস" হয়েছে এবং নিট-পিজি, ইউজিসি-নেট এবং সিএসআইআর-নেট পরীক্ষা "বাতিল করা হয়েছে"।

তিনি বলেন, 'দেশের সবচেয়ে বড় কয়েকটি পরীক্ষার এই অবস্থা। বিজেপির শাসনে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাফিয়া ও দুর্নীতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'দেশের শিক্ষা ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ লোভী ও চাটুকারদের হাতে তুলে দেওয়ার রাজনৈতিক একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্য প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা বাতিল, ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষা গুম এবং রাজনৈতিক গুন্ডামিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয়ে পরিণত করেছে।প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে বিজেপি সরকার সুষ্ঠুভাবে একটি পরীক্ষাও করাতে পারছে না। আজ বিজেপি সরকার যুব সমাজের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সক্ষম যুবকরা বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাদের মূল্যবান সময় এবং শক্তি নষ্ট করছে এবং অসহায় মোদীজি কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন।

স্নাতকোত্তর মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য পরিচালিত ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট) -পিজি ২৩ শে জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তবে নিট-স্নাতক (ইউজি) সহ কিছু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সততা নিয়ে সাম্প্রতিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে "সতর্কতামূলক ব্যবস্থা" হিসাবে তা স্থগিত করা হয়েছিল। শুক্রবার এনটিএ অনিবার্য পরিস্থিতি এবং লজিস্টিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা (সিএসআইআর-নেট) এর জুন সংস্করণ স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। অনিয়মের অভিযোগে নিট নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে, বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে।

লোকসভা অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ

মোদি সরকারকে নিশানা করার অপেক্ষায় 'ইন্ডিয়া'

আপনজন ডেস্ক: অষ্টাদশ লোকসভা সোমবার প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসতে চলেছে নবনির্বাচিত সাংসদরা৷ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে আসায় বিরোধীরা নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কোণঠাসা করার জন্য তাদের ছুরি ধারালো করছে৷

অন্যদিকে, জোট নেতা বিজেপির ২৪০ জন সাংসদ কমে যাওয়ায় সরকার কোনও দুর্বলতা দেখাতে চায় না, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ৩২ থেকে কম, অন্যদিকে সবার নজর থাকবে এনডিএ-র প্রধান শরিক টিডিপি ও জেডিইউ-এর দিকে। এই দলগুলির নেতাদের কথা এবং কাজ বিচ্যুতি চিহ্নিত করার জন্য মাইক্রোস্কোপিক লেন্সের অধীনে থাকবে। ৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর বিতর্কের জবাব দেওয়ার মধ্য দিয়ে অধিবেশন শেষ হবে, নিট এবং ইউজিসি-নেট ইস্যুতে সরকারের সাথে ঝামেলা দেখা দেবে।

কাগজ ফাঁসের ইস্যুতে যোগ হবে ১ জুলাই থেকে নতুন ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখার দাবি এবং মণিপুরে অব্যাহত হিংসা, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা, অগ্নিপথ প্রকল্প, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে গণপিটুনি ও দাঙ্গা নিয়ে বিতর্ক। আটবারের সাংসদ কোডিক্কুন্নিল সুরেশের শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার দাবি উপেক্ষা করার প্রতিবাদে তিনজন বিরোধী সাংসদ প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মাহতাবকে সহায়তা করতে অস্বীকার করার প্রতিবাদে অধিবেশন শুরু হবে। সোমবার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে মাহতাবকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রোটেম স্পিকারকে নিয়ে বিতর্ক অধিবেশনে ছায়া ফেলবে, স্পিকার পদের জন্য নজিরবিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে৷ একাংশের যুক্তি, শাসক জোট যদি ডেপুটি স্পিকারের পদ ছেড়ে না দেয়, তাহলে স্পিকার পদের জন্য ভোট দিতে বাধ্য করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে সুরেশ সম্ভবত বিরোধীদের যৌথ প্রার্থী হতে পারেন, যারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রবীণতম সাংসদকে উপেক্ষা করার অভিযোগ করেছে, যিনি একজন দলিতও।

আইএনডিআইএ নেতারা তাদের কৌশল চূড়ান্ত করতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বৈঠকে বসবেন। প্রথম দু'দিন সদস্যরা শপথ নেওয়ার পর বুধবার স্পিকার পদে নির্বাচন হয়। ক্ষমতাসীন এনডিএ তাদের কৌশল স্পষ্ট করেনি, যদিও বিজেপির এক সাংসদ চেয়ারে বসতে চলেছেন। পূর্ববর্তী লোকসভা কোনও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করেনি, যা ভারতীয় সংসদীয় ইতিহাসে প্রথম, এবং এইবার, এখনও পর্যন্ত এর জন্য কোনও তারিখ নির্দেশ করা হয়নি। প্রথম অধিবেশনে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৭ জুন লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন, বিরোধী নেতারা ডিএইচকে বলেছেন যে এনইইটি এবং নেট পেপার ফাঁস ইস্যুটি বিচার প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য পাবে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং সরকার এই প্রক্রিয়ার পক্ষে সওয়াল করলেও পরে পরীক্ষা বাতিল করে সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়।

লোকসভায় ২৩৭ জন সাংসদ নিয়ে গঠিত বিরোধী আইএনডিআইএ ব্লকের জন্য সুখবর হল, লোকসভা ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। গত সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম।

সংসদের আলোচ্যসূচি:

লোকসভা

২৪ ও ২৫ মে: শপথ গ্রহণ

২৫ মে- দুপুর ১২টার মধ্যে স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিতে হবে

২৬ মে: স্পিকার নির্বাচন

লোকসভা ও রাজ্যসভা:

মে ২৭ – রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশন।

২৭ মে থেকে ৩ জুলাই: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব এবং সংসদের উভয় কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জবাব নিয়ে আলোচনা।

প্রোটেম স্পিকার নিয়ে সুদীপের সঙ্গে দেখা করলেন রিজিজু

আপনজন ডেস্ক: অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনের প্রাক্কালে বিজেপি নেতা ভর্তৃহরি মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার পদে নিয়োগ নিয়ে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের সঙ্গে মতপার্থক্যের মধ্যেই রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বুধবার স্পিকার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত লোকসভার কার্যক্রম পরিচালনায় মাহতাবকে সহায়তা করবে এমন চেয়ারপার্সনদের প্যানেল থেকে তাদের সদস্যদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইন্ডিয়া জোট। সেই প্রেক্ষাপটের মধ্যে সুদীপের সঙ্গে রিজিজুর বৈঠক হয়। লোকসভার চেয়ারপার্সনদের প্যানেলে যে তিন বিরোধী সদস্যের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে থাকা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রিজিজুকে বলেন, যে তিনি প্যানেলে যোগ দিতে পারবেন না এবং ইন্ডিয়া জোট তাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। সুদীপের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় রিজিজু লেখেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়জির সঙ্গে দেখা করেছি। সুদীপ দা'র দীর্ঘদিনের সংসদীয় জীবন রয়েছে এবং তিনি সংসদে তাঁর শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের জন্য পরিচিত। অষ্টাদশ লোকসভা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে অনেক উপকৃত হবে।

এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কটকের সাতবারের লোকসভা সাংসদ মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। কংগ্রেসের কোডিকুন্নিল সুরেশ, ডিএমকে-র টি আর বালু, বিজেপির রাধামোহন সিং, ফগ্গন সিং কুলস্তে এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল এই তালিকায়। কংগ্রেস মাহতাবের নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল, যুক্তি দিয়েছিল যে আট বারের সাংসদ সুরেশের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবাদ স্বরূপ বিরোধী নেতা সুরেশ, বালু এবং সুদীপ চেয়ারপার্সনের প্যানেলে যোগ দেবেন না বলে জানায় 'ইন্ডিয়া'।

এবার ছেলেধরা সন্দেহে জোড়া গণপিটুনির ঘটনা বনগাঁতে

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের কাজীপাড়ায় ১১ বছরের ইমাম পুত্র ফারদিন নবীর খুনের ঘটনার পর পরিবারের অভিযোগ ছিল ফারদিনের পেট কেটে কিডনি এবং চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই কিডনি পাচার চক্র এবং বাচ্চা পাচার চক্রের হাত থাকার রহস্য ধূমায়িত হচ্ছিল। পরিবারের সেই অভিযোগের রেশ ধরেই দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের মাত্রা বাড়তে থাকে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ সামাজিক গণমাধ্যমে একাধিক পোস্ট এবং গুজব রটাতে থাকে। তার ফলেই জেলা জুড়ে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

বারাসত, ব্যারাকপুর, অশোকনগরের পর শনিবার এবং রবিবার বনগাঁ পুলিশ জেলায়ও জোড়া গণপিটুনির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। শনিবার রাতে বনগাঁ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপল্লি ও রবিবার সকালে গাইঘাটা থানার বেড়ি গোপালপুর এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। শনিবার রাতে মারধরের চোটে গুরুতর জখম আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ, জানা গিয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি ভবঘুরে। অন্যদিকে রবিবারের সকালের ঘটনায় উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গাইঘাটা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানিয়ে জানা গিয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তির নাম সালাম মন্ডল, বাদুড়িয়া থানার কেওশার বাসিন্দা, পারিবারিক দুরবস্থার কারণে আর্থিক সাহায্য তুলছিল সে।

রবিবার সন্ধ্যায় বনগাঁ পুলিশ জেলার এই ঘটনা গুলি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাজা। তিনি বলেন, বনগাঁর ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৬জন কে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গাইঘাটা ঘটনায় চিহ্নিত করার কাজ চলছেন। যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। প্রশাসনিক ভাবে গুজবে কান না দেওয়ার কথা প্রচার করার পাশাপাশি পুলিশের প্রতি ভরসা রাখার অনুরোধ করা হলেও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই এক শ্রেণীর সাধারণ জনগণের। এই কয়েকদিনেই ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হলেন ৭ জন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সকলেই প্রায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। একদিকে যেমন বোরকা পরিহিত মহিলাদের উপর সন্দেহের প্রবণতা বাড়ছে অন্যদিকে ভবঘুরের থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত কেউই ছাড় পাচ্ছেন না গণপিটুনির হাত থেকে। উল্লেখ্য, এর আগে বারাসত, খড়দহ এবং অশোকনগরেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। বারাসতে একই দিনে দুই জায়গায় মোট তিন জনকে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়।

তাঁদের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন। পরে অশোকনগরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয় এক তরুণীকে। বাধা দিতে গেলে পুলিশকেও মারধর করে উন্মত্ত জনতা। খড়দহে শনিবার এক যুবককে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করেন এলাকার মানুষ। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ঘটনাগুলি ঘটছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোনও না কোনও অংশে। জেলার নিরাপত্তা তাই প্রশ্নের মুখে। পুলিশ কেন বার বার এই ধরনের ঘটনা আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অ্যাকাডেমিকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

WBCS - 2021 গ্রুপ A , B এবং C তে

চূড়ান্তভাবে সফল ৫৬ জন

Sidrah Niyaz
WBCS, 2020
(Employment Gr-A)

Finally the hard work pays off. I am extremely grateful to the Almighty, my parents, my teachers and Academic Association. I would extend my heartful gratitude to the faculties of Academic Association for their proper guidance and precious advice. They helped me in shaping my views and encouraged me to confront my fears. They boosted my self confidence through mock interviews.

II WBCS এর ফ্রি ডেমো ক্লাস II

রেজিস্টার করুন www.academicassociation.com

WBCS : 2024-25 ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।

অ্যাডমিশন চলছে। ক্লাস কলেজস্ট্রীটে।

যোগাযোগ করুন- 9038786000 / 9674478644

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

2, Surya Sen Street, College Square, Kolkata-700012 (near Umesh Chandra College)

প্রথম নজর

কাকদ্বীপের প্রত্যন্ত গ্রামে উদ্বোধন ডিজিটাল স্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা কাকদ্বীপের রামগোপালপুরে উদ্বোধন হল ডিজিটাল স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা এবং যাওয়ার মেসেজ পৌঁছাবে অভিভাবকদের কাছে। খুশি অভিভাবকেরা।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের রামগোপালপুরে এই প্রথম ডিজিটাল স্কুলের শুভ উদ্বোধন হলো। এই স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারবে ভেবে আনন্দিত এলাকার মানুষজন।
স্কুলের উদ্বোধন করেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সত্যেশ্বর মাইতি। স্কুলের নাম দেওয়া হয়েছে "ব্রাইট ফিউচার নার্সারি অ্যান্ড মডার্ন একাডেমী স্কুল।
রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া এন্ড লেডিস সার্কেল ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় রামগোপালপুরে এই প্রথম গড়ে উঠেছে ডিজিটাল স্কুল। ইতিমধ্যে স্কুলের পরিবেশ নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তুলতে স্কুলের চারিদিকে গাছ লাগানো সহ নানান প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
স্কুলের পাশেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৈরি হচ্ছে পার্ক। স্কুলের সিঁড়ি এবং দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন মনিষীদের ছবি সহ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ডিজিটাল মেশিনের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ওই ডিজিটাল মেশিনে আই কার্ড ছোঁয়ালে তবেই উপস্থিতি স্বাক্ষর হবে, এমনকি এই ডিজিটাল মেশিনের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল শেষে স্কুল কটায় বেরিয়েছে সেই মেসেজ ও পৌঁছে যাবে অভিভাবকদের কাছে।
পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ডিজিটাল বোর্ড।
স্কুলে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।
জাতীয় পতাকা এবং বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তলনের মাধ্যমে এই ডিজিটাল স্কুলের শুভ উদ্বোধন করা হয়। স্কুলের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি দুস্থদের বস্ত্র, ছাত্র-ছাত্রীদের বই খাতা কলম প্রদান করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন সত্যেশ্বর মাইতি, স্কুলের প্রিন্সিপাল ও সম্পাদক মানস সাউটিয়া সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

শপথ নিতে শতাধিক কর্মী নিয়ে দিল্লির পথে সাংসদ অরূপ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোমবার শপথ গ্রহণ, তার আগে শতাধিক কর্মীকে নিয়ে দিল্লি রওনা দিলেন বাঁকুড়ার নব নির্বাচিত সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী তথা কেন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে হারিয়ে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে জয় পান তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী। জয়ের পর থেকেই বাঁকুড়া লোকসভা জুড়ে চূড়ান্ত উদ্দীপনায় ভাসছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সেই উদ্দীপনা এবার চোখে পড়ল সাংসদের শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করেও। সাংসদ হিসাবে অরূপ চক্রবর্তীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আজ অন্ডাল বিমান বন্দর থেকে দিল্লির উদ্যেশ্যে রওনা দিলেন বাঁকুড়ার শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে এবার লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। প্রতিপক্ষ হিসাবে বিজেপির সুভাষ সরকার ছিলেন বেশ হেভিওয়েট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর কাছে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারতে হয় তাঁকে।
পাঁচ বছর পর নিজেদের গড় ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভাসছে বাঁকুড়ার ঘাসফুল শিবির।
সোমবারই দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নেবেন দেশের সাংসদরা। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অরূপ চক্রবর্তীর শপথ দেখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবদার আসে। শেষ পর্যন্ত আজ অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গেই দিল্লি রওনা দেন দলের প্রায় একশো নেতা কর্মী। প্রথমে সড়কপথে অন্ডাল বিমান বন্দর ও পরে সেখান থেকে বিমানে রবিবার কর্মীদের নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। কর্মীদের এমন উৎসাহে রীতিমত আবেগ আপ্লুত অরূপ চক্রবর্তী।

খুনের ভয়ে বাড়ি থেকে পরিষেবা পুরপিতার

জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর

আপনজন: আতঙ্কের মধ্যেই বাড়ি থেকে সাধারণ মানুষের পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিন্টু দেবনাথ। শনিবার দুপুরে গড়িয়া স্টেসন চত্বরে পিন্টুর কার্যালয়ে হামলা চলে। জখম হন তিনজন। তারপর থেকে কার্যালয়ে কাজকর্ম বন্ধ।
এ দিন ও কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রক্ত, ভাঙা কাচ। এ দিকে কার্যালয়ে যেতে না পারলেও বাড়ি থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন কাজ চালাচ্ছেন কাউন্সিলর। বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনে দেখা করতে আসছেন এলাকার লোকজন সহ দলীয় কর্মীরা। শনিবারের ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ উঠছে। তবে পিন্টু এদিন বলেন, "যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়, তারা তৃণমূল হতে পারে না। ওদের তৃণমূলের লোক বললে পাপ হবে। "ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান পিন্টু। তাঁর দাবি, কার্যালয়ে থাকলে ওইদিন তাঁর উপরেও আক্রমণ হত। এমনকী প্রাণ সংশয় হতে পারত বলেও আশঙ্কা তাঁর। পিন্টু জানান, অভিযুক্তরা আগে বিজেপি করত। পরে তৃণমূলে আসে। কিন্তু এলাকায় বিভিন্ন অনৈতিক কাজে যুক্ত থাকায়, তাদের অনেক আগেই দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষা না দিয়েও 'ফুড সাব ইন্সপেক্টর', নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফুড সাব ইন্সপেক্টরের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। অভিযোগকারী যুবক কখনো পরীক্ষাতেই বসেননি। করেননি ফর্ম ফিলাপ। কিন্তু ওয়েবসাইটে সফলদের তালিকায় তার নাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত এক শিক্ষকের কারসাজিতে এই ধরনের জালিয়াতি। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ মালতিপুরের বাসিন্দা গোলাম সারোওয়ার আলম সিদ্দিকীর। অভিযোগকারী দাবি নদিয়া জেলার ভীমপুরের বাসিন্দা পরিমল কুন্ডু ২০১৭ সাল নাগাদ চাঁচলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তার সঙ্গে পরিমল কুন্ডুর পরিচয় হয়। পরিমল তাকে প্রলোভন দেন ২০১৮ সালের ফুড সাব ইন্সপেক্টরের পরীক্ষায় তার চাকরি করে দেবে। পরিবর্তে তাকে চাকরি হওয়ার পর সাত লক্ষ টাকা দিতে হবে। পরিমল আরো বলেন, তিনিও এইভাবে টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন। আরো অনেককেই চাকরি করে দিয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ বেশ কিছু ব্যক্তির জয়নিং লেটারও দেখান। সেই সময় অভিযোগকারী তাকে বলেন তিনি তো পরীক্ষাতে বসেননি। সেক্ষেত্রে কিভাবে তিনি চাকরি করবেন। কিভাবে ওয়েবসাইটে তার নাম দেখাবে। অভিযুক্ত দাবি করেন সেটাও সম্ভব হবে। তারপর এই চলতি মাসের ১৪ তারিখে অভিযোগকারীর চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে যায়। পরিমল কুন্ডুর সহযোগী পরিচয় দিয়ে একটি নম্বর থেকে ফোন আসে অভিযোগকারীর কাছে। জানানো হয় ফুড সাব ইন্সপেক্টরের ২০১৮ সালের তালিকায় তার নাম উঠে গেছে। দেওয়া হয় একটি রোল নম্বর। অভিযোগকারী চেক করে দেখে হতবাক হয়ে যান। পরবর্তীতে পরিমল কুন্ড এবং আরো বেশ কয়েকটি নাম্বার থেকে আধিকারিকদের পরিচয় দিয়ে বারবার ফোন আসে অভিযোগকারীর কাছে। তার কাছে টাকার দাবি করা হয়। তিনি অবৈধ উপায়ে টাকার বিনিময়ে চাকরি করতে অস্বীকার করলে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ এবং হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। শুক্রবার সমগ্র ঘটনা নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওই যুবক। গোলাম সারোয়ার আলম সিদ্দিকী এই প্রসঙ্গে বলেন, মাঝে ঈদের জন্য আমি অভিযোগ করিনি। আজ স্বেচ্ছায় এসে অভিযোগ করলাম। এই পরিমল কুন্ডুর সঙ্গে আরো বেশ কয়েকজন রয়েছে। আমি বারবার বলছি আমি এইভাবে চাকরি করতে চাই না। কিন্তু তারা আমার কাছে টাকার দাবি করছে এবং হুমকি দিচ্ছে। আমি কোন রকম পরীক্ষা দিয়নি। এরা এই ভাবে অনেক চাকরি করিয়েছে বলে দাবি করেছে। আমি চাই পুলিশের তদন্ত করে এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করুক। তদন্তের জন্য আমি সমস্ত রকম সহযোগিতা করব। ফোন মারফত অভিযুক্ত পরিমল কুন্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার বক্তব্য,অভিযোগ ভিত্তিহীন মুহূর্তে এটাই বলব। যদিও কেন তার নাম এল। কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠে এল তার সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাজিদের স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার পবিত্র হজ সম্পন্ন করে মক্কা শরীফ থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে আগত হাজী সাহেবদের মোবারকবাদ জানাচ্ছেন রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক মোঃ নাকি, রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা তথা রাজ্য হজ্ব কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ, সদস্য পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ বাখতেয়ারি, মাওঃ আব্দুল হামিদ,সেখ সাজাহান, কুতুবউদ্দিন তরফদার, আধিকারিক ইকবাল নাইয়ার, আয়ুব আলী প্রমুখ।

মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র গোলাপবাগে। পূর্ব বর্ধমানের মধ্যে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই মঞ্চে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ডক্টর সুজিত চৌধুরী, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ডঃ নুরুস সালাম, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহ-সভাপতি গার্গী নাহা , ছাত্রনেতা মোঃ সাদ্দাম হোসেন সহ মাদ্রাসা বোর্ডের বহু কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সহ ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।
জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান করেছে দুটি বোর্ডের মাদ্রাসা বোর্ড এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বোর্ডে ,তারা উপস্থিত হয়ে এই সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নুরুল সালাম বলেন যে অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কে অবহেলার চোখে দেখা হয় । সাধারণ মানুষ বোঝেন না মাদ্রাসা মানে কি? মাদ্রাসা হচ্ছে স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সমাজের বহু গুণী মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পিছিয়ে পড়া শ্রেণী সংখ্যালঘু এবং দলিত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা এই সরকারি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে এবং তারা সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হীনমন্যতা দূর করে সমাজে এগিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার সুজিত চৌধুরী মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির প্রশংসা করেন। সুজিত চৌধুরী বলেন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য তাদেরকেও সুযোগ দেওয়া উচিত। অভিভাবক দের অনুরোধ করবো তাদের উপর কোন জিনিস চাপিয়ে দেবেন না তারা যে জিনিসটা পছন্দ করে সেই জিনিসটাই যেন গ্রহণ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রয়োজনে তার দরজা খোলা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের সুবিধা তাদেরকে দেওয়া হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন যে আমার মা-বাবা পাশের বড় বাড়ি দেখে নিজে বড় বাড়ি করার চিন্তা-ভাবনা করেননি আমাকে আমার মা বাবা কলকাতা হাইকোর্টের একজন ল ইয়ার বানিয়েছেন ।আমার মা বাবা বলেছিলেন যে আমার বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে । পাশাপাশি লোকেদের দেখে কম্পিটিশন না করে কি করে নিজের উন্নতি করব এবং সমাজের কাজ করতে পারব সেই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্যা সমস্ত আগত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান । তিনি বলেন এই সমিতি সারা বছর ধরে মানুষের জন্য কাজ করে থাকে কখনো রক্তদান শিবির , ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা অসহায়দেরকে সাহায্য প্রদান । করোনার সময় সময় বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে তারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সংগঠন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের পাশে থাকে এবং শিক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও কাজ করবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্যা ।

নাগর নদীতে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার, এলাকায় শোকের ছায়া

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: শনিবার দুপুরে নাগর নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ যুবক জানি আলমের দেহ রবিবার বিকেলে উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার লাহুতাড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারতোড় গ্রামের বাসিন্দা জানি আলমের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানি আলম শনিবার দুপুরে তার চার বন্ধুর সঙ্গে আলতাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়কিটোলা গ্রামের কাছে নাগর নদীতে স্নান করতে যান। স্নান করার সময় জানি আলম হঠাৎ গভীর জলে তলিয়ে যায়। বন্ধুরা তাকে উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। দ্রুত খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং এন ডি আরএফ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রবিবার বিকেলে এন ডি আরএফ কর্মীরা নদীতে তল্লাশি চালিয়ে জানি আলমের দেহ উদ্ধার করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নেমে আসে। জানি আলমের পরিবার এবং বন্ধুরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নদীতে স্নান করতে গিয়ে এরকম ঘটনা খুবই দুঃখজনক এবং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। নাগর নদীতে জানি আলমের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকাবাসী শোকাহত। প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টায় দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য যথাযথ সতর্কতা এবং সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।

মন্ত্রী-সাংসদের উপস্থিতিতে ফুরফুরায় ক্বেরাত প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এবারেও ফুরফুরা শরীফের নতুন বাড়িতে দুইদিন ব্যপি আন্তর্জাতিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সমাপ্ত হল।
১৭তম এই বর্ণাঢ্য সভায় বহু দূর দূরান্ত থেকে আগ্রহী মানুষেরা শরিক হয়েছিলেন।বিশ্বখ্যাত ক্বারী সালাহ উদ্দিন'এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভায় মোট ৪০ জন প্রতিযোগির মধ্যে মোট তিন রাউন্ডে
১৫ জন তারপর শেষে ৫ জনকে ফাইনালে বেছে নেওয়া হয়।এবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্বারী জাহির সরদার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার, দ্বিতীয় স্থানে কলকাতার ক্বারী মাহমুদুল হাসান ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পেলেন।
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকারীরা পেয়েছেন যথাক্রমে ২৫ ,১৫ ও ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পীর কারী ইসমাইল সিদ্দিকী দোয়া করেন।
এছাড়া হাজির ছিলেন পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা হোজায়ফা ও পীরজাদা হোরায়রা সিদ্দিকী, পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা তিবিয়ান সিদ্দিকী ও আলি ইউসুফ সামবিল ছাড়াও অনেক পীরসাহেব গন। পীরজাদা তহা সিদ্দিকীর উদ্যোগে ও মোজাদ্দেদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় এই বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভা পরিচালনা করেন কাজি জালাল উদ্দিন। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে চলা এই সভা ব্যপক সাড়া ফেলেছে সমগ্র দেশে। বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় কারী সাহেব সহ বিশিষ্টদের।

পাটক্ষেতে ট্রাক্টরে মহিলাকে টুকরো করে ছড়ানোর অভিযোগে ধৃত ১

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পাটক্ষেত থেকে মহিলার খন্ড-বিখন্ড মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করল তপন থানার পুলিশ।
অভিযুক্তকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের তোলার পাশাপাশি ১৪ দিনের হেফাজত চাওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। রবিবার এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।
উল্লেখ্য, গত ২১ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তরিয়ট এলাকায় জমি থেকে এক মহিলার পায়ের দেহাংশ সহ হাড়গোড় উদ্ধার হয়। এদিকে রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে নিমপুর এলাকায় গত চার দিন আগে সুলেখা খাতুন(বিবি) নামের এক মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। তবে গৃহবধূ নিখোঁজ হলেও তখন থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ তাঁর পরিবারের সদস্যরা দায়ের করেনি। শনিবার মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তপন থানার পুলিশ তদন্তে নামে। এদিকে এক মহিলার খন্ড বিখন্ড দেহ উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা এসে কাটা পা এবং জুতো দেখে জানান, সেগুলি নিখোঁজ সুলেখা খাতুনেরা কর্মসূত্রে তাঁর স্বামী ভিন রাজ্যে থাকেন। দুই সন্তান নিয়ে বাড়িতেই থাকতেন তিনি। মৃতার পরিবারের লোকেদের তরফে দাবি করা হয় সুলেখাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের পর ট্রাক্টরের রোটাভেটার দিয়ে দেহাংশ টুকরো টুকরো করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য এরপর সেই দেহাংশ জমির নানা জায়গায় মাটিতে মিশিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে শরীরের অনেক অংশই পাট ক্ষেতের মধ্যে থেকে এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। রবিবার এই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল।

কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু ৭ বছরের শিশুর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রবিবার সকালে মর্মান্তিক মৃত্যু জয়নগরে এক সাত বছরের শিশুর।বাড়ির পাশের জমিতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল সাত বছরের এক শিশুর।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার মায়াহাউরি গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুরতলা গ্রামের বাসিন্দা হারান নস্করের সাত বছরের শিশু পুত্র রবিবার সকালে বাড়ির পাশের চাষের জমির জলা জায়গার পাশে একটি কাঁকড়াকে দেখতে পায়। কাঁকড়াটি ধরার জন্য তাকে অনুসরণ করলে মুহূর্তের মধ্যে কাঁকড়াটি একটি গর্তে ঢুকে যায়। এরপর শিশুটি ওই কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়াটিকে ধরতে গেলে গর্তের মধ্যে থাকা একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল মারে। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলে বাড়ির লোকজন ছুটে এসে শিশু টিকে উদ্ধার করে এবং দ্রুত তাকে নিয়ে জয়নগর পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকেরা জানান ওই শিশুটি আর জীবিত নেই।মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সাপের ছোবলে নিজেদের প্রাণবন্ত শিশুর এভাবে মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুর মা থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনেরা।

প্রথম নজর

উমরাহর ভিসা নিয়ে সৌদির দারুণ সুখবর

আপনজন ডেস্ক: পবিত্রউমরাহর ভিসা নিয়ে দারুণ সুখবর দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটি এবারউমরাহকারীদের জন্য ই-ভিসা চালু করেছে। এ ছাড়া ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভিসা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ওউমরাহহবিষয়ক মন্ত্রণালয়। আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নুসুক অ্যাপের মাধ্যমেউমরাহ পালনে আগ্রহী ব্যক্তিরা ই-ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেকন। এ অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভিসা পাবেন। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে,উমরাহর ভিসার মেয়াদ ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ ভিসার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষারও প্রয়োজন হবে না। এমনকি নারীদের জন্য পুরুষ অভিভাবকের বাধ্যবাধকতাও আর থাকছে না। আরব নিউজ জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় আরবি ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন ১ মহররম তথা ১৯ জুলাই থেকেউমরাহ পালন করতে পারবেন। সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, মন্ত্রণালয়উমরাহ পালনকারীদের সেবার মান বাড়াতে এবং তাদের সৌদিতে প্রবেশ আরও সহজ করতে ই-ভিসা চালুসহ অন্যান্য সেবা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মক্কা ও মদিনায় আসা মুসলমানদের স্বাগত জানানোর প্রক্রিয়া সহজ করতে নুসুক অ্যাপ ব্যবহার করা হয়। এখন থেকে এ অ্যাপের মাধ্যমে ই-ভিসার আবেদন করতে পারবেনউমরাহকারীরা। এ ছাড়া অ্যাপটিতে পরিবহন আবাসনসহ বিভিন্ন সেবাও মিলবে প্লাটফর্মটিতে।

এর আগে ভিসা ছাড়াই ২৭ দেশের বাসিন্দাদের জন্যউমরাহ পালনে সুযোগের কথা জানিয়েছিল সৌদি আরব। দেশটির হজ ওউমরাহহবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) ২৭ দেশের স্থায়ী বাসিন্দারা ভিসা ছাড়াইউমরাহহ পালন করতে পারবেন। ভ্রমণকালে তারা পর্যটনের উদ্দেশ্যে নাকিউমরাহহ পালনের জন্য এসেছেন, সে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। মন্ত্রণালয় বলছে,উমরাহহ প্রক্রিয়া সহজ, উন্নতমানের সেবা এবং পুণ্যার্থীদের সৌদির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সৌদি ভিশন-২০৩০ এর অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হজ পালনে যোগ্য ব্যক্তিরা সহজেই নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে তাদেরউমরাহহ পালনের

নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে তেল আবিবে ফের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: হামাসের হাতে আটক পণবন্দিদের মুক্তি ও নতুন নির্বাচনের দাবিতে দেড় লাখেরও বেশি ইসরায়েলি নাগরিক জাতীয় পতাকা হাতে গতকাল শনিবার (২২ জুন) রাজধানী তেল আবিবে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকরা তেল আবিবে দ্রুত বন্দিদের মুক্তির দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। শনিবারের বিক্ষোভে বেশির ভাগ আন্দোলনকারী নেতানিয়াহুকে ‘ক্রাইম মিনিস্টার’ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করে এবং যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ ইসরায়েলিরা। তারা নৃশংসতা ও ধ্বংসের নতুন রূপ আর দেখতে চায় না। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন ৬৬ বছর বয়সী শাই এরেল। তিনি বলেন, ‘আমি এখানে এসেছি, কারণ আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাচ্ছি। আমরা যদি শান্তিতে বসবাস করতে না পারি, সরকারের কালোহাত থেকে মুক্তি না পাই, তাহলে কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না। নেসেটে যারা রয়েছে সমস্ত ইঁদুর। আমরা চাই না তারা আমাদের ভবিষ্যতের রক্ষাকর্তা হোক।’ ইসরায়েল সরকারবিরোধী প্রতিবাদী সংগঠন হফশির ধারণা এই সমাবেশে অংশ নিয়েছিল দেড় লাখেরও বেশি লোক। গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর এটি নেতায়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় গণজমায়েত। নেতানিয়াহুর অধীনে দেশের গণতন্ত্রের মৃত্যু স্লোগান দিয়ে কিছু বিক্ষোভকারী শহরের ডেমোক্রেসি স্কয়ারে মাটিতে শুয়ে পড়ে। জনতার উদ্দেশে এক ভাষণে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটের সাবেক প্রধান ইউভাল দিসকিন নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের ‘সবচেয়ে খারাপ প্রধানমন্ত্রী’ উল্লেখ করে নিন্দা জানান।

অনেকে দেশটির ডানপন্থি জোটের তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তাদের অভিযোগ নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির এবং অন্যান্য চরম ডানপন্থি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা গাজায় যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা এবং দেশের নিরাপত্তা ও বন্দিদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা ৫০ বছর বয়সী ট্যুর গাইড ইওরাম বলেন, ‘নেতানিয়াহু সরকারের পতনের জন্য ইসরায়েলে আগামীকালই নির্বাচনের প্রয়োজন। আমি আশা করি, আমাদের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে সরকার ভেঙে পড়বে। যদি ২০২৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি, তাহলে তা গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে না।’

৭৩ বছর বয়সী নেতানিয়াহু ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ এবং ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে এটিই প্রথম বড় আকারের বিক্ষোভ নয়। এর আগে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা তেল আবিব শহরে ‘গণতন্ত্র বিপদে’ এবং ‘ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে’ স্লোগানসহ নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি করেন।

তাইওয়ানের স্বাধীনতা চাইলে মৃত্যুদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষের কট্টর সমর্থকদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিষয়টি বিচারিক নির্দেশিকায় যুক্ত করেছে চীন। শুক্রবার (২১ জুন) এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা সান পিং এ নির্দেশিকা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, এ নির্দেশনা অনুসারে অভিযুক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপর আইনি পদক্ষেপের ধারালো খড়্গ সব সময় উঁচুতে ঝুলবে।

তাইওয়ানের সব জনগণকে লক্ষ করে এটি জারি করা হয়নি। কেবল তাইওয়ানের স্বাধীনতা নিয়ে ওকালতি করা কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লক্ষ্য করে এটি জারি করা হয়েছে।

তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে চীন। ফলে এ ভূখণ্ডকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে শক্তিপ্রয়োগের কথাও জানিয়ে আসছে দেশটি। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি ভূখণ্ডের ওপর চাপ বাড়িয়েছে তারা। এমনকি তাইওয়ানের আশপাশে বেশ কয়েকটি সামরিক মহড়াও দিয়েছে চীন। গত মাসে তাওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে দায়িত্ব নেয়ার পর সর্বশেষ মহড়া চালায় তারা।

বার্তা সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, শুক্রবার বেইজিংয়ের জারি করা নির্দেশনায় দেশকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্নতা উসকে দেওয়ার জন্য তাইওয়ানের স্বাধীনতাপন্থিদের শাস্তির কথা জানানো হয়েছে।

৫৩০ হজযাত্রীর মৃত্যু, ১৬ ট্যুরিজম কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করল মিশর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় হজযাত্রীদের মৃত্যুর ঘটনায় ১৬ ট্যুরিজম কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি তাদের বিচারের জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে হস্তান্তর করেছে মিশর। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি দল শনিবার (২২ জুন) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্স

এ বছরের হজে পবিত্র নগরী মক্কায় মিশরের ৫৩০ জন হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল এবং নিরাপত্তা সূত্র। মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা মাদবৌলিকে প্রধান করে হজযাত্রীদের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে বৃহস্পতিবার একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৩১ জন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যেসব হজযাত্রী মারা গেছেন তাদের ট্যুরিজম কোম্পানিগুলো কোনো ধরনের মেডিকেল সুবিধা প্রদান করেনি। যদিও বিবৃতিতে ট্যুরিজম কোম্পানির নাম উল্লেখ করা হয়নি। মিশরের এসব ট্রাভেল প্রতিষ্ঠানগুলো হজযাত্রীদের ভ্রমণ ভিসায় সৌদি আরবে নেয়ার পর হজ ভিসা বলে চালিয়ে দেয়।

পবিত্র হজে সৌদি কর্তৃপক্ষ হাজিদের নিরাপত্তায় মেডিকেল সুবিধাসহ ছাউনি স্থাপন করে। আর এসব সুবিধা হজ ভিসায় যাওয়া যাত্রীদের প্রদান করা হয়। যারা ব্যক্তিগত ভিসা কিংবা ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে হজে অংশ নিয়েছে তাদের জন্য কোনো সুবিধা প্রদান করেনি সৌদি কর্তৃপক্ষ। মিশরের হজযাত্রীরা ভ্রমণ ভিসায় সৌদি আরব গিয় হজে অংশ নিয়েছেন। ফলে তারা পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে মরুভূমির পথ ধরে হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন বলে ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

মিশরের কর্তৃপক্ষ বলছে, ট্রাভেল এজেন্সিগুলো হজযাত্রীদের বাসস্থানের সুবিধা না রেখেই তাদের হজে পাঠিয়েছে। এর ফলে তাদের তীব্র তাপমাত্রার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। মিশর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, হজযাত্রীদের ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। বাকি যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা নিবন্ধিত হজযাত্রী ছিলেন না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুতিন-কিমের চুক্তির পর দক্ষিণ কোরিয়ায় রণতরী পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রকে আরো নতুন রূপ দিতে চাইছে উত্তর কোরিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা তাদের সেই অর্জনের পথে বাঁধ সাধছে। তবে পুতিনের সফরের পর আশার আলো দেখছে উত্তর কোরিয়া। পশ্চিমা বিশ্লেষকদের বিশ্বাস, উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু প্রযুক্তিতে সহায়তা করতে পারে রাশিয়া। এমনটা ঘটলে পালানোর পথ খুঁজে পাবে না যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। পুতিনের এমন সফরের পর এবার দক্ষিণ কোরিয়ায় পরমাণু-চালিত মার্কিন বিমানবাহী রণতরী থিওডোর রুজভেল্টকে পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সংবামাধ্যম বিবিসির তথ্যানযায়ী, রাশিয়ার সঙ্গে কিছুদিন আগেই একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে উত্তর কোরিয়া। এরপরই শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানবাহী একটি রণতরী। দক্ষিণ কোরিয়ার নৌবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুসান নৌঘাঁটিতে রণতরিটি আগমনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া যৌথ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়েছে। জানা গেছে, কিছুদিন পর দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে মিলে যৌথ নৌ মহড়ায় অংশ নেবে থিওডোর রুজভেল্ট। গত আগস্টেই এই তিন দেশের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা এমন একটি নৌ মহড়া করবে। এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি এবং উত্তর কোরিয়ার পরমাণু হুমকি মোকাবিলায় এমন মহড়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন দেশ তিনটির নেতারা। ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ নাইনের কমান্ডার মার্কিন রিয়ার অ্যাডমিরাল ক্রিস্টোফার অ্যালেকজান্ডার জানিয়েছে, তিন দেশের নেবাহিনী ও সামুদ্রিক বাহিনী অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়্যারফেয়ার এবং এয়ার ডিফেন্স মহড়া চালাবে। এই নৌ মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ফ্রিডম এজ’। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন রণতরীর আগমনের আগের দিনই রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়। মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রতিবাদ জানাতে এ পদক্ষেপ নেয় সিউল। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। পুতিন ২৪ বছরের মধ্যে প্রথমবার উত্তর কোরিয়া সফর করেন।

টানা ৮ বছর বসন্তে পালিত হবে হজ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এবার তীব্র গরম আবহাওয়ার মধ্যে পালিত হয়েছে পবিত্র হজ। গরমের তীব্রতায় রেকর্ডসংখ্যক হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে দেশটি জানিয়েছে, আগামী বছর গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত হবে সর্বশেষ হজ। এরপর বসন্ত ও শীতে হজ পালিত হবে। সৌদি আরবের শুরা কাউন্সিলের সদস্য ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক গবেষক ড. মনসুর আল মাজরু জানান, ২০২৫ সালে গ্রীষ্মে হজ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২০২৬ সাল থেকে হজ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হবে। টানা আট বছর বসন্তে পালিত হবে হজের যাবতীয় কার্যক্রম। এরপর শীতেও হজ অনুষ্ঠিত হবে। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এমনটি ঘটবে। তিনি বলেন, আগামী মৌসুমে গ্রীষ্মে হজ হবে। এরপর আট বছর বসন্তে চলে যাবে হজের কার্যক্রম। তারপর শীতকালে হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, সারাবিশ্বের মুসল্লিরা আগামী বছর গ্রীষ্মে শেষ হজ পালন কররেন। এরপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হবে হজের আনুষ্ঠানিকতা। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি গেজেটকে দেশটির আবহাওয়া কেন্দ্রের মুখপাত্র হুসেইন আল কাহতানি বলেন, আমরা আগামী ১৭ বছর গ্রীষ্মকালে হজ প্রত্যক্ষ করব না। অর্থাৎ আগামী ১৭ বছর অন্য ঋতুতে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। হজের কার্যক্রম আরবি চন্দ্রমাস অনুসারে পালিত হয়। এ কারণে চন্দ্রমাসের হিসাব অনুসারে বসন্ত ও শীতকালে চলে যাবে হজের কার্যক্রম। আবহাওয়া কেন্দ্রের মুখপাত্র হুসেইন আল কাহতানির বরাতে গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, ঋতুকালীন সময় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তনের ফলে চন্দ্রমাসের ক্যালেন্ডার প্রতিবছর ১০ দিন পিছিয়ে যায়। ফলে প্রতিবছর হজের তারিখও ১০ দিন পিছিয়ে যায়।

ইসরায়েলের গর্ব আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের গর্বের ধন তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘আয়রন ডোম’কে লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহ অকার্যকর সমরাস্ত্র হিসেবে প্রমাণ করেছে।কারণ তাদের ড্রোন ও ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ ইসরায়েলের এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আয়রন ডোম এভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ায় গভীর উদ্বেগের মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সত্যিকার অর্থেই উদ্বিগ্ন। কারণ লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক যুদ্ধ বেধে গেলে হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরায়েলে মোতায়েন করা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি বিশেষ করে আয়রন ডোমকে অকার্যকর করে দিতে পারে।

আয়রন ডোমের ব্যাটারিগুলো হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের বিশাল ভাণ্ডারের আওতার মধ্যে রয়েছে।

লেবাননের হিজবুল্লাহ মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহ সম্প্রতি এক ভাষণে বলেছেন, ইসরায়েলের অজেয় থাকার কাল্পনিক দূর্গ তাসের ঘরের মতো ধসে পড়েছে। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহ এখন পর্যন্ত তার বিশাল সক্ষমতার ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যবহার করেছে মাত্র এবং তার হাতে এমন কিছু চমক রয়েছে যা যুদ্ধের ময়দানে প্রদর্শন করা হবে।

হিজবুল্লাহ সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের আয়রন ডোমের ব্যাটারিগুলো লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার সফল হামলা চালিয়েছে। এদিকে হিজবুল্লাহ গত মঙ্গলবার সাড়ে ৯ মিনিটের একটি ভিডিও প্রদর্শন করেছে। ‘হুদহুদ যা বহন করে এনেছে’ শিরোনামের ভিডিওটিতে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা ড্রোন চালিয়ে তার মাধ্যমে তোলা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি দেখানো হয়েছে।

এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা আয়রন ডোমের ব্যাটারি এবং হাইফা সমুদ্রবন্দরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর সামরিক স্থাপনা।

ইসরায়েলের এসব স্পর্শকাতর স্থাপনার ওপর দিয়ে বিনা বাধায় হিজবুল্লাহর ড্রোন উড়ে যাওয়ার ঘটনায় ইহুদিবাদী গণমাধ্যমগুলো চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আয়রন ডোন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে হিজবুল্লাহর ড্রোনের উপস্থিতি টের পেল না তা নিয়ে তেলআবিবের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকা ও জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরের নিরস্ত্র ও নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মোকাবিলায় গাজার ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর পাশাপাশি লেবানন, ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়ার প্রতিরোধ সংগঠনগুলো ঘোষণা করেছে- তারা ইসরায়েলের এই অপরাধযজ্ঞের প্রতিশোধ নেবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

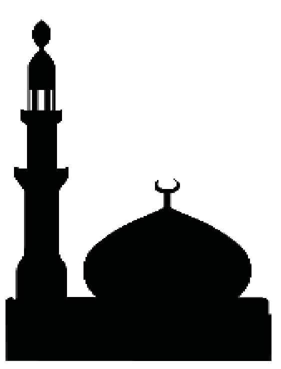

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫৩
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

চিনে ভূমিধসে নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: চীনের মধ্যাঞ্চলে একটি পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসে আটজন নিহত হয়েছে।

রোববার (২২ জুন) দেশটির সরকারি গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। দেশটির বিভিন্ন অংশে খারাপ আবহাওয়ার জন্য এরইমধ্যে জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতাও। সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, ভারি বৃষ্টির কারণে হুনান প্রদেশের একটি গ্রামে প্রাণঘাতী ভূমিধস হয়েছে।

রোববার স্থানীয় সময় সকালে চারটি বাড়ি ধসে পড়ে এবং আটজন নিখোঁজের সবাই মারা গেছে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ক মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। তিনি ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শনিবার (২২ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার খবরে জানা গেছে, পদত্যাগকৃত ওই কর্মকর্তার নাম অ্যান্ড্রু মিলার। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন। অ্যান্ড্রু মিলার তার চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেছেন। মিলার তার সহকর্মীদের বলেন, তিনি তার পরিবারের সাথে আরো বেশি সময় কাটাতে চান। কারণ গত বছরের অক্টোবরে শুরু হওয়া বর্তমান যুদ্ধ ‘সবচেয়ে বেশি সময় গ্রাসকারী’ হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েল সরকারের প্রতি ‘শক্তিশালী এবং রুক্ষ সমর্থনের’ বিষয়ে তিনি সংশয়বাদী ছিলেন বলেও ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে। মূলত মার্কিন প্রভাবশালী এই সংবাদমাধ্যমই প্রথম মিলারের পদত্যাগের খবর সামনে আনে। জানা গেছে, ইসরায়েলের প্রতি ওয়াশিংটনের অব্যাহত সমর্থন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থাজুড়ে একের পর এক কর্মকর্তার পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে।

কঙ্গোতে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা, নিহত ২৩

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআরসি) পূর্বাঞ্চলীয় ইতুরি প্রদেশের কয়েকটি গ্রামে এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ২৩ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২২ জুন) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সশস্ত্র গোষ্ঠী ডেভেলপমেন্ট অব দ্য কঙ্গো (সিওডিইসিও) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জুগু অঞ্চলে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ডিআরসির সংঘাত কবলিত পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সিওডিইসিও অন্যতম। জুগুর নিয়ালি-কিলো সম্প্রদায়ের নেতা ভিটাল টাংগুলো বলেন, অধিকাংশকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু যারা পালানোর চেষ্টা করেছে তাদের গুলি করেছে। এসব গ্রামের লোকজনের যার যা কিছু ছিল সব লুট করে নিয়ে গেছে, যাওয়ার সময় বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

কেন এ হামলা চালানো হয়েছে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়নি। কিন্তু কঙ্গোর সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘ দিন ধরে চলা প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা ও ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদের জন্য সহিংতায় লিপ্ত। চলিত বছরের শুরু থেকেই সিওডিইসিও আরও বেশি হামলা চালাতে শুরু করেছে। এতে ইতুরির মানবাধিকার পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে বলে মার্চে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে জাতিসংঘ জয়েন্ট হিউম্যান রাইটস অফিস (ইউএনজেএইচআরও)।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ্ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

প্যাকেজ

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012

আব্দুল ফারাদ 7003187312

সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬৯ সংখ্যা, ১০ আষাঢ় ১৪৩১, ১৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

উন্নয়নশীল বিশ্বে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটেই, নির্বাচনের পরও সহিংসতা চলাটা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জের চলে মাসের পর মাস, এমনকি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া। বিশেষত আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ইহা একটি স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হইয়াছে। এই নেতিবাচক সংস্কৃতির অবসান কবে হইবে—তাহা কেহ জানে না। গতকাল আনন্দবাজারের অনলাইনের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের পর এইবার বুলডোজার রাজনীতি অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সদর দপ্তর গতকাল ভোরে সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্যাপিটাল রিজিওন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিআরডিএ) বুলডোজার দিয়া গুঁড়াইয়া দিয়াছে। নির্বাচন শেষ হইবার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি বিরোধী দলের রাজনৈতিক সদর দপ্তর বুলডোজার দিয়া ভাঙিয়া দেওয়ায় প্রশ্ন উঠাটা অস্বাভাবিক নহে। এই দিকে লোকসভা নির্বাচনের পর একই রূপ প্রতিহিংসার অনলে জ্বলিতেছে পশ্চিমবঙ্গ। এইখানে বরং পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক। মারামারি, হানাহানি ও খুনাখুনি এখনো লাগিয়াই আছে। অব্যাহত রহিয়াছে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের উপর হামলা-মামলা। এইখানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করিয়াও সহিংসতা বন্ধ করা যাইতেছে না। কথায় আছে, ‘ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়’। এই উপমহাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচন আসিলেই কিংবা নির্বাচনের নাম লইলেই বিরোধী দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা দুর্বল-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নানা ছুতায় ও অজুহাতে চলে ধরপাকড়। মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া চলে হয়রানি। নির্বাচনের পূর্ব হইতেই নূতন ও পুরাতন মামলাগুলি গতিশীল হয়। তড়িঘড়ি করিয়া রায়ও দেওয়া হয়। এমনকি শীর্ষনেতাসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জেলে পুরিয়া রাখা হয়। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে কোথাও কোথাও সৃষ্টি করা হয় ত্রাসের রাজত্ব। ইহাতে সেইখানে বসবাস করাটাই কঠিন হইয়া পড়ে। এলাকায় এলাকায় সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। তাহাদের সহিত গড়িয়া উঠে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একশ্রেণির লোকের যোগসাজশ ও অশুভ আঁতাঁত। এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের লোকজনও অনেক সময় আচরণ করেন দলীয় কর্মীর মতো। সরকারি দল ও আমলাতন্ত্র মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। ফলে উন্নয়নশীল এই সকল দেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থিরতা ও সংঘাত-সংঘর্ষ চলিতেই থাকে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে গত মে মাসে ১৩৯টি নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনায় ১০ জন নিহত এবং অন্তত ৫৯১ জন আহত হইয়াছেন। তাহার পূর্ব মাসে ১৭টি নির্বাচনি সহিংসতায় পাঁচ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হইয়াছেন। এখনো সেইখানে এমন সহিংসতা বিদ্যমান।

উন্নয়নশীল দেশে শুধু যে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চলে, তাহা নহে। এই সকল দেশে অধিকাংশ সময় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হওয়ায় যখন নিজেরা নিজেরা মিলিয়া নির্বাচন আয়োজন করা হয়, তখনও নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এমন অস্থিরতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে। ইহার চাইতে দুঃখজনক আর কী হইতে পারে? তখন নিজ দলের বা জোটের যেই সকল প্রার্থী বা নেতাকর্মী পছন্দের নহে, তাহাদের উপর চলিয়া থাকে স্টিমরোলার। ইহাতে দেখা যায়, নির্বাচন শেষ হইলেও মারামারি ও খুনাখুনি শেষ হয় না। দ্বিমুখী-ত্রিমুখী সংঘাত চলিতে থাকে। নতুন করিয়া বৃদ্ধি পায় চাঁদাবাজিও। ইহাতে এমন বিষময় পরিবেশে সাধারণ মানুষের দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। কখনো কখনো নির্বাচনোত্তর সহিংসতা গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নানা কৌশল-অপকৌশলের প্রতিক্রিয়ায় দেশ অস্থিতিশীল হইয়া পড়ে। ইহার জের পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত চলিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সকল দেশে নির্বাচনে এখন ভোটার বা দলীয় কর্মীর চাইতে এই সকল ক্যাডার-মাস্তানের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা উদ্বেগজনক। এইভাবে আমলাতন্ত্র ও ক্যাডারতন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশ নিয়ন্ত্রণের এই অপকৌশল দীর্ঘ দিন চলিতে পারে না। আজ হউক বা কাল হউক, ইহা যে একসময় বুমেরাং হইবে না, তাহারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়?

পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন, সেটি কেন ঠিক করতে চায় চিন

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তিব্বতিরা যখন ৮৮ বছর বয়সী তেনজিন গায়সোর (১৪তম দালাই লামা) দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করছেন, ঠিক তখন চীন অধীর আগ্রহে তাঁর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে তাঁর জায়গায় তাদের আজ্ঞাবহ একটি পুতুল উত্তরাধিকারী বসিয়ে দেওয়া যায়। তিব্বতিরা দালাই লামাকে বুদ্ধের জীবন্ত অবতার বলে মনে করেন। ১৩৯১ সাল থেকে দালাই লামা ১৩ বার ‘পুনর্জন্ম’ পেয়েছেন। যখন একজন দালাই লামা মারা যান, তখন পরবর্তী দালাই লামার জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়। প্রয়াত দালাই লামার প্রধান শিষ্যরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও দর্শনের ভিত্তিতে নতুন দালাই লামা কে হবেন, তা ঠিক করেন। লিখেছেন **ব্রহ্ম চেলানি...**

সৌ তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা হাঁটুর চিকিৎসায় এখন যুক্তরাষ্ট্রে। বয়সজনিত ও শারীরিক কারণে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা নিয়ে উদ্বেগ তীব্র হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তিব্বতিরা যখন ৮৮ বছর বয়সী তেনজিন গায়সোর (১৪তম দালাই লামা) দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করছেন, ঠিক তখন চীন অধীর আগ্রহে তাঁর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে তাঁর জায়গায় তাদের আজ্ঞাবহ একটি পুতুল উত্তরাধিকারী বসিয়ে দেওয়া যায়। তিব্বতিরা দালাই লামাকে বুদ্ধের জীবন্ত অবতার বলে মনে করেন। ১৩৯১ সাল থেকে দালাই লামা ১৩ বার ‘পুনর্জন্ম’ পেয়েছেন। যখন একজন দালাই লামা মারা যান, তখন পরবর্তী দালাই লামার জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়। প্রয়াত দালাই লামার প্রধান শিষ্যরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও দর্শনের ভিত্তিতে নতুন দালাই লামা কে হবেন, তা ঠিক করেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন সরকার জোর দিয়ে বলে আসছে, পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন, তা শনাক্ত করার অধিকার শুধু তাদেরই আছে। আর কারও নয়। চীন যে এই প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের কোনো নেতা নির্ধারণ করতে চাইছে, তা নয়।

আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের দিক থেকে দালাই লামার পরই যাঁর অবস্থান, সেই পঞ্চেন লামা (দালাই লামার মতো পঞ্চেন লামাও একটি পদবি) হিসেবে ছয় বছর বয়সী এক বালককে দালাই লামা সত্যায়ন করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে চীন সরকার সেই পঞ্চেন লামাকে অপহরণ করেছিল। এরপর চীন সরকার নিজেদের পছন্দমাফিক একজনকে পঞ্চেন লামা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। বালক বয়সে অপহৃত হওয়া প্রকৃত পঞ্চেন লামা আজ প্রায় তিন দশক ধরে চীনের কারাগারে বন্দী। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় কারাগারে থাকা রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তিনি একজন।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় সর্বোচ্চ নেতা ও তিব্বতের কর্ম কাগ্যু সম্প্রদায়ের প্রধান আধ্যাত্মিক নেতা কর্মপা শনাক্তকরণেও চীনা হস্তক্ষেপের নজির আছে।

তিব্বতের কর্মপা ওগিয়েন ত্রিনলে দোরজে ১৯৯৯ সালে হঠাৎ করে কিছু সঙ্গীসাথিসহ নেপাল হয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। ১৪ বছর বয়সী কর্মপার অতি সহজে চীন থেকে পালিয়ে আসাটা ভারতীয়দের মধ্যে সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল। ২০১১ সালে দিল্লি পুলিশ তাঁর বাসস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে চীনা মুদ্রা জব্দ করার পর অনেকেই তাঁকে চীনের চর বলে সন্দেহ করতে থাকেন।

দালাই লামা শুধু তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তুলে দেননি; তিনি এই ঘোষণাও দিয়ে রেখেছেন যে তিনি পুনর্জন্ম না নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যদি ঘোষণা দেন তিনি মানবজীবন নিয়ে পুনর্জন্ম নেবেন না, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে, তিনিই হবেন সর্বশেষ দালাই লামা। তাঁর পরে আর কোনো দালাই লামা আসবেন না। আর সেটি হবে তাঁর এমন এক সিদ্ধান্ত, যা চীনের ঠিক করা যেকোনো দালাই লামার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুন্ন করবে।

অনেকের সন্দেহ, ওগিয়েন ত্রিনলে দোরজে আদতে ভারতে পালিয়ে আসেননি, চীন সরকারই পালিয়ে যাওয়ার নাটক সাজিয়ে তাঁকে চর হিসেবে ভারতে পাঠিয়েছে। তাঁর ওপর ভারত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ২০১৮ সালে ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চীনের দ্বারা অভিষিক্ত এই কর্মাপাকে তাঁর সম্প্রদায়ের বৈধ প্রধান হিসেবে আর স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

তবে দালাই লামার বিষয়টি চীনের কাছে একেবারে আলাদা। এই পদ চীনের কাছে মহামূল্যবান ‘ধবল তিমি’। ১৯৩৫ সালে জন্ম নেওয়া তেনজিন গায়সোরকে ১৯৩৭ সালে মাত্র দুই বছর বয়সে ১৪তম দালাই লামা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল।

১৯৫১ সালে চীন তিব্বত দখল করে নেওয়ার পর থেকে সেই দালাই লামা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) পথের কাঁটা হয়ে আছেন। ১৯৮৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত দালাই লামা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে

১৯৫১ সালে চীন তিব্বত দখল করে নেওয়ার পর থেকে সেই দালাই লামা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) পথের কাঁটা হয়ে আছেন। ১৯৮৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত দালাই লামা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে চীনা দখলদারির বিরুদ্ধে তিব্বতীয় প্রতিরোধকে মূর্ত করে তোলেন। আগে দালাই লামা তিব্বতের শুধু আধ্যাত্মিক নেতাই ছিলেন না, ভূখণ্ডটির রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। অনেকটা ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ও একজন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মিশেলে তিনি ক্ষমতায়িত ছিলেন। তবে ২০১১ সালে প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এই প্রবাসী সরকার ভারতে ও অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী তিব্বতি শরণার্থীদের দ্বারা পাঁচ বছর পরপর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

চীনা দখলদারির বিরুদ্ধে তিব্বতীয় প্রতিরোধকে মূর্ত করে তোলেন। আগে দালাই লামা তিব্বতের শুধু আধ্যাত্মিক নেতাই ছিলেন না, ভূখণ্ডটির রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। অনেকটা ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ও একজন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মিশেলে তিনি ক্ষমতায়িত ছিলেন। তবে ২০১১ সালে প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এই প্রবাসী সরকার ভারতে ও অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী তিব্বতি শরণার্থীদের দ্বারা পাঁচ বছর পরপর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

দালাই লামা শুধু তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবাসী তিব্বতি সরকারের হাতে তুলে দেননি; তিনি এই ঘোষণাও দিয়ে রেখেছেন যে তিনি পুনর্জন্ম না নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যদি ঘোষণা দেন তিনি মানবজীবন নিয়ে পুনর্জন্ম নেবেন না, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে, তিনিই হবেন সর্বশেষ দালাই লামা। তাঁর পরে আর কোনো দালাই লামা আসবেন না। আর সেটি হবে তাঁর এমন এক সিদ্ধান্ত, যা চীনের ঠিক করা যেকোনো দালাই লামার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুন্ন করবে।

দালাই লামা ভালো করে জানেন, কোনো দালাই লামা না থাকার তুলনায় সিপিসির অনুগত একজন দালাই লামা চীনের জন্য অনেক বেশি কাজের হবে এবং তিব্বতের জন্য অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হবে।

প্রোস্টেট ক্যানসারের জন্য ২০১৬ সালে দালাই লামার দেহে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ক্যানসার থেকে তিনি ‘পুরোপুরি’ সেরে উঠেছেন, তবে হাঁটুর সমস্যার সঙ্গে তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

দালাই লামার অবস্থান ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ার পেছনে তাঁর বহির্বিশ্ব ভ্রমণের সূচি সংকুচিত হওয়া কাজ করেছে। চীনা চাপের মুখে পড়ে ইউরোপীয় গণতন্ত্র এবং এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোসহ (জাপান ছাড়া) বেশির ভাগ দেশ তাঁকে ভিসা দিতে চায় না। তবে কপাল ভালো, যুক্তরাষ্ট্র দালাই লামাকে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভারত বুক ফুলিয়ে ৬৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে দালাই লামাকে তার ‘সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় অতিথি’ হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তিনিও নিজেকে ‘ভারতের পুত্র’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিব্বত ছাড়তে বাধ্য হওয়া লোকদের সবচেয়ে বড় সংখ্যক লোককে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। এই শরণার্থী তিব্বতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও তিব্বতি ভাষায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা দিয়ে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অন্যদিকে চীন তিব্বতের সংস্কৃতি এবং পরিচয় ধ্বংস করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সি চিন পিং প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসার পর থেকে তিব্বতিদের পরিচয়, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরবর্তী দালাই লামাকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে চীনের ছক নস্যাৎ করে দিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের এক হয়ে কাজ করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ভালো খবর হলো, আমেরিকা ইতিমধ্যে ‘তিব্বতিয়ান পলিসি অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যাক্ট’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে এবং ২০২০ সাল থেকে সেটি কার্যকরও হয়েছে। ওই আইনে বলা হয়েছে, ‘১৫তম দালাই লামা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৪তম দালাই লামার লিখিত অসিয়তনামাকে মূল নির্ধারক হিসেবে ধরা হবে। এই আইনে তিব্বতের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার অনুশীলনে হস্তক্ষেপকারী চীনা কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

তবে এটুকু যথেষ্ট নয়। আরও করণীয় আছে। দালাই লামা নামক ৬০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করতে চীন যে চক্রান্ত করছে, তা নস্যাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে বহুপক্ষীয় কৌশল প্রণয়নে একযোগে কাজ করা দরকার।

ব্রহ্ম চেলানি দিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ইমেরিটাস অধ্যাপক

অনুবাদ

১৭৫৭-র ২৩ জুন, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবৃত্ত

এম ওয়াহেদুর রহমান

সেদিন অর্থাৎ ২৩ জুন আকাশে যেমন ছিল মেঘের ঘনঘটা ঠিক তেমনি বাংলার স্বাধীনতার ভাগ্যাকাশে ও ছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। আকাশে মেঘের আড়ালে যেমন সূর্য হারিয়ে যায় ঠিক তেমনি বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ও ডুবে গিয়েছিল প্রায় দুশো বছরের জন্য। ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে ঘটেছিল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা পৈশাচিক ঘৃণিত রক্তাক্ত বিয়োগান্তক বেদনাময় ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটেছিল মীরজাফর তথা তার সঙ্গপাঙ্গদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হল , সিরাজউদ্দৌলার পতন তথা দেশের পরাধীনতার জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি বরং তাদের মৃত্যু অপঘাতে হয়েছিল। অর্থাৎ বলা যায় তারা পৃথিবীর বুকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বিভিন্ন মরণঘাতি রোগাক্রান্ত হয়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। যেমন মীরজাফর মৃত্যু বরণ করে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে,মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যায়, মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিতে মারা যায়, উমিচাঁদ কর্দপহীন অবস্থায় উন্মাদ ও ক্ষুধার্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে ,ক্লাইভ আত্মহত্যা করে, ওয়াটসনের মৃত্যু হয়েছিল এক মহামারিতে।মোটের উপর পলাশী যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যেই প্রায় সকল ষড়যন্ত্রকারী সমূলে নিশ্চিহ্ন হয় ।

১৭১৯ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ওই বছরই সুজাউদ্দিন খাঁ বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার সিংহাসন লাভ করেন। এই ধারাবাহিকতায় নবাব আলীবর্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার পরবর্তী নবাব মনোনীত করে যান। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর । কিন্তু এই বিষয়টি সিরাজউদ্দৌলার মাসি মনপ্রাণে মেনে নিতে পারে নি।মাসি ঘসেটি বেগম ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নবাবের বিরুদ্ধে নীলনকশা পাকাপোক্ত করেন । ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর রণাঙ্গনে মীরজাফর আর জগৎশেঠদের মত কিছু ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্বেষীর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকটে পরাজয় বরণ করেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা । ফলস্বরূপ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও দেশীয় দালাল গোষ্ঠী দেশ বাসীর উপর শোষণ শাসনের স্টিম রোলার চালায় । ফলে দেশীয় কৃষ্টি - সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে । সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করে মীরণ মুর্শিদাবাদের ওলি গলিতে যেমন ঘুরিয়েছিল ঠিক তেমনি পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ২০০ ইংরেজ ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ প্রবেশ করে মুর্শিদাবাদে তখন মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে ইতিহাসের এই মোড় পরিবর্তনের । মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার অধিবাসীরা শুধু সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে পলাশী যুদ্ধের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও বেদনাদায়ক মৃত্যু হলে ও উপমহাদেশের মানুষ স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী , মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক সিরাজউদ্দৌলা সহ মীর মদন , মোহনলাল কে আজ ও শ্রদ্ধা জানান। সিরাজউদ্দৌলা ইতিহাসের ভাগ্যাহত বীর , দেশপ্রেমিক চর্তুমুখী ষড়যন্ত্রের করুন পরিনতিতে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিনের শাসনামলে তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের । নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন স্বাধীনতা রক্ষার বজ্র কঠিন সংগ্রামে নিবেদিত তখনই তাঁর সিপাহসালার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আড়ালে আবডালে হাত মিলিয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে। নবাব বিদেশি শক্তির প্রভুত্ব - বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বীজ বপন করেছেন অথচ অন্যায়ের কাছে আপোস করেন নি। তিনি তাঁর সুবাহর সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় অকালে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু হার মেনেছেন পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের নিকটে । পলাশীর প্রান্তরে আজও শোনা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার অস্ফুট গোঙানী, সার্বভৌমত্বকে রক্ষার করুন আহাজারি।

প্রথম নজর

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের রূপরেখা তৈরিতে নামল সেচ দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেব। গত দুবার সাংসদ হওয়ার সময় একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে এবারের প্রতিশ্রুতি ছিল সম্পূর্ণ অন্যভাবে জোরালো। বলেছিলেন -"রাজ্যের নিজস্ব কোষাগার থেকে দেওয়া অর্থে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হচ্ছেই। না হলে ২০২৬-এর নির্বাচনে পা রাখবো না ঘাটালে"। সেই প্রতিশ্রুতি মতো সেচ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকের পরেই এবার রূপরেখা তৈরিতে নামল সেচ দপ্তর। ঘাটালের দাসপুর এলাকায় বিধায়ক ,অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা খাল কাটার ছক কষা শুরু করলেন।

ঘাটাল মহকুমার ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে জেলার মধ্যে সবথেকে নিচু এলাকা এটি। এই মহকুমা ছুঁয়ে গিয়েছে শিলাবতী ও কংসাবতী নদী। এই দুই নদী থেকে বহু ছোট ছোট খাল ঘাটালের ভেতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সমস্ত নদী ও শাখা নদীগুলি মজে গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে সামান্য জল উন্নত দেখা গেলে সেই জল দিয়ে জমে ঘাটালে। তা থেকেই বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয় প্রতি বছর বর্ষাতে। গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন রাজনীতিবিদরা এই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে গিয়েছেন। যাদের অনেকেই আবার মারাও গিয়েছেন। কিন্তু বন্যার সমস্যার সমাধান আজও মেটেনি। সেখান থেকেই উদ্ধার করতে একটি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয় পরে যার নাম ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নাকি ঘাটালে জল জমলে তার দ্রুত বেরিয়ে যাবে। সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুটি ভোট পার করেছেন দেব নিজেও। কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতে অর্থ না পেয়ে সেই রূপায়ণ হয়নি। তৃতীয়বারে মানুষকে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেবেন না মনে করে ভোটেই দাঁড়াতে চাইছিলেন না তাই দেব। অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থে ওই প্ল্যান বাস্তবায়িত করবে। তারপরেই দেব জোরালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে নামেন এবং জয়ী হয়েছেন। জয়লাভ করার পরেই সম্প্রতি কলকাতায় সেচ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূল সাংসদ দেব। তারপরে ঘাটালের শেষ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা ঘাটাল মহকুমায় থাকা বিভিন্ন বিধায়ক জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দাসপুর থেকে সার্ভে শুরু করলেন। এদিন এই পরি দর্শনের দলে থাকা দাসপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র জানিয়েছেন-" ঘাটালের বন্যা একটা জটিল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঘাটালের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি যা মজে গিয়েছে সেগুলোর ড্রেজিং করা হবে। সেই নদীগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছোট ছোট যে খাল গুলি রয়েছে সেগুলিও খনন করা হবে। বহু নদী বাঁধ রয়েছে যেগুলি মজবুত নয়, অনেকগুলি নদীতে বাঁধই নেই, সেগুলিকেও বাঁধ তৈরি করে জল আটকানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এর জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ প্রয়োজন তার হিসেব কষা শুরু হল।"এদিনের পরিদর্শনের টিমে উপস্থিত ছিলেন সাংসদদের প্রতিনিধি রাম পদ মান্না। তিনি জানান দ্রুত এই প্রকল্প শুরু হয়ে যাবে।পরিদর্শনের পর অনেকটাই আশাবাদী ঘাটালের বাসিন্দারা। তারা মনে করছেন-হয়তো এবার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

পলাশী দিবসে সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২৩শে জুন, ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। এই দিনে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যুদ্ধ না করেও যুদ্ধে হেরেছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পলাশীর ময়দানে যুদ্ধ হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে যুদ্ধ থমকে যায় এবং যুদ্ধ না করেই পরাজিত হয় সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদল। শুরু হয় মুর্শিদাবাদ, বাংলা তথা ভারতের পরাধীনতার অধ্যায়। সেই দিনটি পলাশী দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর।

ভাগীরথী তীরে সাহিত্য পত্রিকায় পলাশী দিবস উপলক্ষে 'কবির ভাবনায় পলাশী' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশ করা হয়। রবিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহ অন্যান্য সদস্যরা।

৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে । তবে একটানা বৃষ্টি এখনই হবে না। রবিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খবর জানান । তিনি বলেন, কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সহ গাঙ্গেয় এলাকায়

আগামী ৪ থেকে ৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। আগামী ৪/৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বর্ষা প্রবেশ করবে বলছেন আবহাওয়াবিদরা।

বন দফতরের অনুমতি ছাড়া দেদারে চলছে আমগাছ কাটা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আমের জেলা মালদা।তার মধ্যে চলছে আমের মরশুম। সেই আমের মরশুমেই বন দফতরের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে দেদারে চলছে আমগাছ কাটা। ঠিক যে সময় জেলা জুড়ে তীব্র দাবদহ, বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ, সেই সময় এইভাবে নির্বিচারে গাছ কাটা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা। গাছ কাটার খবর পেয়ে বন দফতরের আধিকারিকরা আম বাগানে গেলেও এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রামের নিমতলার কালীতলা আমবাগানে এইভাবেই অনুমতি ছাড়াই চলছে গাছ কাটার কাজ। প্রায় সাফ হয়ে গেছে আমবাগান।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিতলা আমবাগান এবং তৎসংলগ্ন প্রায় ২২ বিঘা জমির মালিকানা রয়েছে এলাকার একসময়ের জমিদার মজুমদার পরিবারের সদস্যদের নামে।সেই জমি এলাকারই কিছু দালালের মাধ্যমে অগ্রিম বায়না করে রেখেছে বাহারালের এক ব্যক্তি। তারাই এই গাছ কাটার কাজ চালাচ্ছিল। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদিও পুলিশের কোন ভূমিকাই নজরে পড়েনি।

অন্যদিকে,জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান ইংরেজবাজার পৌরসভার।

রবিবার সকালে মালদা শহরের মকদুমপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে। পুর প্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে চলে উচ্ছেদ অভিযান। রাস্তার দুই ধারে বেআইনি পার্কিং এবং সবজি সহ অন্যান্য ফল ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রেতাদের সরিয়ে দেওয়া হয় রাস্তার ধার থেকে। চেয়ারম্যান সাফ জানিয়ে দেন, যানজট মুক্ত ও জবরদখল উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে লাগাতার অভিযান চলবে ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে। যদি তারপরেও কেউ রাস্তা দখল করার চেষ্টা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আয়নালের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ইংরেজবাজার পৌরসভা।

ইমামপুত্র ফারদিন নবিকে খুনের অভিযোগে ধৃত নিজের চাচা!

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের কাজীপাড়ার ১১ বছরের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ইমাম পুত্র ফারদিন নবীর খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মূল খুনীকে সামনে আনল পুলিশ। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে আঞ্জিব নবীর হাতে খুন হয়েছে তার বালক ভাইপো । পাশাপাশি ছেলেধরা গুজব ছড়ানোর মূলপাণ্ডা আঞ্জিব নবিই । রবিবার সে কথাই জানালেন বারাসতের পুলিশ সুপার। ভাইপোকে খুন করার পর পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পরিকল্পনা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এলাকায় ছেলেধরার উপদ্রবের মনগড়া কাহিনি । স্থানীয় মসজিদ থেকে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে সেই সতর্কবার্তাও শুনিয়েছিলেন অভিযুক্ত খুনি আঞ্জিব নবী। তবুও শেষ রক্ষা হলো না। রবিবার বারাসতের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের ছেলেকে খুন করার পর ঘটনা ধামাচাপা দিতে এবং পুলিশকে ভুল পথে চালিত করতে ধৃত আঞ্জিবই মনগড়া ছেলেধরার গল্প ফেঁদেছিলেন । মসজিদে আজান দেওয়ার কাজ করতেন আঞ্জিব । সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি নমাজ শেষের পর গলায় ছদ্ম উত্তেজনা এনে এলাকাবাসীকে সাবধান করে

দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ৯ জুন ফারদিন নবি নামে বালক নিখোঁজ হয় । ১৩ জুন, বাড়ির পাশে অন্য একটি বাড়ির পরিত্যক্ত শৌচাগার থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । পুলিশ জানাচ্ছে, এত গরমে দেহে পচন ধরেছিল। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আঞ্জিব সেই দেহ দেখিয়েই পাড়া প্রতিবেশীদের বলতে থাকেন, ফারদিনের কিডনি কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে, চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে। আর এ সবই এলাকায় খুব সম্প্রতি থাকতে আসা দুই মহিলার কাজ । স্বভাবতই, এলাকাবাসীর নজর ঘোরাতে এই কৌশল কাজে দেয় । নিজের অপকর্ম ঢাকতে আঞ্জিব যে গল্প ছড়িয়ে দেন, তা হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গোটা জেলায় । কিছুই না জেনে তার শিকার হন একাধিক মানুষ । ছেলেধরার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মা, বাবারা । বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়ে যায় গণপিটুনির ঘটনা । কিন্তু শেষরক্ষা হল নান । হাটে আঞ্জিবের হাঁড়ি ভেঙে দিল বারাসত পুলিশই । উত্তর ২৪ পরগনায় লাগাতার গণপিটুনির ঘটনার আবহে পুলিশি তদন্তে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আশায় গুজব এবং গণপিটুনির ঘটনা ইতি হবে বলে মনে করছেন পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সুপার জানান, পৈতৃক সম্পত্তির বাঁটোয়ারা নিয়ে ফারদিনের বাবা গোলামের সঙ্গে দাদা আঞ্জিবের দীর্ঘদিনের সমস্যা । গত ৭ জুন একটি তালগাছের ফল ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে-ভাইয়ে বাদানুবাদ হয়েছিলন । সেই সময় বালক ফারদিন নাকি আঞ্জিবের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে । সেই থেকে ভাইপোর উপর রাগ আঞ্জিবের । আঞ্জিব পরিকল্পনা করতে শুরু করেন, কী করে তিনি ভাই বা ভাইপোকে দুনিয়া থেকে সরাবেন । ভাই প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু ভাইপো বালকন । তাই আঞ্জিব প্রথমে ফারদিনকে খুনের ছক কষেন । পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, যে কাপড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ফারদিনের দেহ উদ্ধার হয়, সেই কাপড়টি সংগ্রহ করে আগেই নিজের ব্যাগে পুরে রেখেছিলেন আঞ্জিব । তার পর ৯ জুন, রবিবার ফারদিনকে বাড়ির পিছনে নিয়ে যান আঞ্জিব । গলা টিপে খুন করেন ভাইপোকে । ফারদিনের নিথর দেহ পাশের বাড়ির পরিত্যক্ত শৌচাগারে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেন, দেখলে মনে হয় আত্মঘাতী হয়েছে ফারদিন । ঘটনার কয়েক দিন পরে ফারদিনের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।

উলুবেড়িয়ার কালীনগরে রক্তদান শিবির

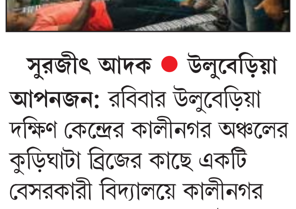

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের কালীনগর অঞ্চলের কুড়িঘাটা ব্রিজের কাছে একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে কালীনগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উল্লেখ্য উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের নির্দেশেরক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এদিনের এই শিবিরে ৩০ জনের মতো রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সেলিম মোল্লা, কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ দেরাসাত হোসেন,কালীনগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম মণ্ডল, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সেখ আজিজুর রহমান

কলেজের প্রশ্নপত্র ফাঁসে গ্রেফতার ২

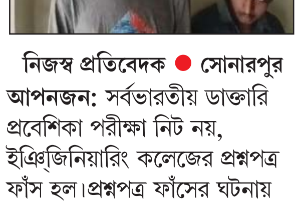

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট নয়, ইঞ্জিজিনিয়ারিং কলেজের প্রশ্নপত্র ফাঁস হল।প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা। উৎকর্ষ রাজ ও প্রতীক রঞ্জন নামে গ্রেফতার দুই ছাত্র। গড়িয়ার এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্ন সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়ও ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় তাদের। প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনায় ধৃতদের বারুইপুর আদালতে তোলা হলে তাদের দু দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করল বিচারক।

বাম ছাত্র যুবর রক্তদান শিবির মোথাবাড়িতে

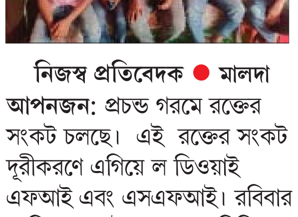

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: প্রচন্ড গরমে রক্তের সংকট চলছে। এই রক্তের সংকট দূরীকরণে এগিয়ে ল ডিওয়াই এফআই এবং এসএফআই। রবিবার কালিয়াচক দুই লোকাল কমিটির ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই এর উদ্যোগে মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষীপুর স্ট্যান্ড সংলগ্ন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের সামনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ১০২ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন । প্রচুর মানুষ এদের রক্তদানে উপস্থিত হয়েছিলেন। রক্তদান অনুষ্ঠান ঘিরে এসএফআই থেকে ডিওয়াইএফআই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। উদ্যোক্তাদের তরফ ে আশরাউল হক জানান, শতাধিক মানুষের এই রক্তদান আমাদের একটি স্মরণীয় দিন। রক্তের সংকট দূরীকরণে কর্মী সমর্থক থেকে মানুষজন এগিয়ে এসেছেন তাদের অভিনন্দন জানান আশরাফুল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বকেয়া টাকা চাওয়ায় মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত ব্যবসায়ীকে

জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর

আপনজন: বকেয়া টাকা চাওয়ায় মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, গুরুতর আহতব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে ও শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ। ঘটনাটি সোনারপুর থানা এলাকায়। ঘটনায় আক্রান্ত ব্যবসায়ীর মাথায় তিনটি সেলাই এবং কানে দুটি সেলাই পরে। অভিযুক্তরা প্রাণ নাশেরও হুমকি দিয়েছে। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ইমারতি দ্রব্যের মাল নিয়েছিলেন সাকিল মিস্ত্রী নামের এক ব্যক্তি। তিনি বকেয়া ৮০ হাজার টাকা বারবার চাওয়া সত্বেও দিচ্ছিলেন না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ ও ব্যবসায়ীর উপর হামলা। সাকিল মিস্ত্রী ছাড়াও সাহিল মিস্ত্রি, তাহির হোসেন, জামাল উদ্দিন নামে আর কয়েকজন অভিযুক্তরা ব্যবসায়ীর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাশাপাশি ব্যবসায়ী স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে পড়ায় মৃত্যু

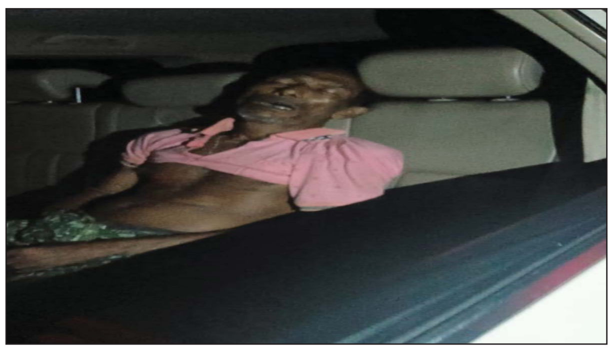

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: বিদ্যুতের তাঁর ছিড়ে ভয়াবহ মৃত্যু এক জনের, আহত চার জন, এলাকায় শোকের ছায়া।ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের চিন্তাহরন বাবুরচক এলাকায়।আহত চারজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের চিন্তাহরণ বাবুর চকে।পুলিশ ও স্থানীয় সূএে জানা গেল,এদিন রাতে গ্রামের মানুষজন পাড়ার মোড়ে চা খাওয়ার জন্য জড়ো হয়। আর রাস্তার ধারে থাকা একটি ইলেকট্রিকের পোস্টের হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তাঁর আচমকা ছিড়ে পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের উপরে।আর তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির।এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ৪ ব্যক্তি।স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহত দের নিয়ে যায় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে।সেখানে এক ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আর এই মর্মান্তিক ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের দেখতে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে আসেন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল ও কুলতলি থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ। মৃত ব্যক্তির নাম সুদর্শন সরদার(৬০)। গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলো, নবো হালদার, জয়নাল সরদার,মনোরঞ্জন হালদার ও যামিনী নস্কর।মৃত ও আহতদের সবাইএর বাড়ি পূর্ব রাধাবল্লভপুর গ্রামে।এর মধ্যে জয়নাল সরদারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক।আর এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।পুলিশ রবিবার বেলায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।আর এ দিকে রবিবার ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিরা।তবে এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির কথা বলছেন।তবে এই ঘটনায় দোষ কার তাঁর ওপর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে বৃক্ষ রোপণ, স্বাস্থ্যশিবির

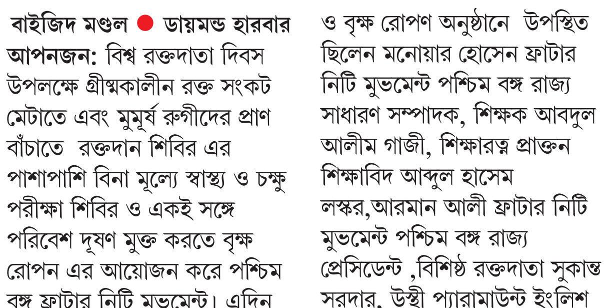

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে এবং মুমূর্ষ রুগীদের প্রাণ বাঁচাতে রক্তদান শিবির এর পাশাপাশি বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও একই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষ রোপন এর আয়োজন করে পশ্চিম বঙ্গ ফ্রাটার নিটি মুভমেন্ট। এদিন ঘোলা নোয়া পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় এক শতাধিক পুরুষ ও মহিলারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এই রক্তদান শিবির ও বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোয়ার হোসেন ফ্রাটার নিটি মুভমেন্ট পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক আবদুল আলীম গাজী, শিক্ষারত্ন প্রাক্তন শিক্ষাবিদ আব্দুল হাসেম লস্কর,আরমান আলী ফ্রাটার নিটি মুভমেন্ট পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য প্রেসিডেন্ট ,বিশিষ্ঠ রক্তদাতা সুকান্ত সরদার, উস্থী প্যারামাউন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল সাজিয়া আদনান,কোরবান আলী লস্কর,রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য অতিথি বৃন্দ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'সরকারি' জমি দখল ঘিরে দুই গোষ্ঠীর কোন্দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ডোমজুড়ের বাঁকড়া নিউ মন্ডল পাড়ায় 'সরকারি' জমি দখল ঘিরে দুই গোষ্ঠীর কোন্দল। জমি দখলের অভিযোগ এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। জমি দখলে বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বাধা দিলে হামলার অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ ও র‍্যাফ। লাঠি চালিয়ে এলাকা ফাঁকা করে দেয় পুলিশ। অভিযোগ, নিউ মন্ডল পাড়ায় বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে জমি ঘেরার কাজ। আজ সকালে এলাকার মানুষ বাধা দিলেই বাধে গন্ডগোল। গন্ডগোল ঘিরে ব্যপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

বোলপুর হাই স্কুলে মাধ্যমিক সিলেবাস নিয়ে আলোচনা সভা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের যে নতুন সিলেবাস তার সেমিস্টার পদ্ধতি নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয় বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াল রুমে। এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব ড. প্রিয়দর্শনী মল্লিক, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক সুমন কুমার মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। নতুন সিলেবাসে কি কি নিয়ম আছে বা এতে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা উপকৃত হবে তার বিস্তারিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে তুলে ধরা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনা সভায়।

ডুমুরজুড়িতে মদের ঠেকে হানা আবগারি দফতরের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার ডুমুরজুড়িতে ফের হানা আবগারি দফতরের, নষ্ট করা হল বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরীর উপকরণ, গ্রেফতার ৫। ফের হানা দিয়ে চোলাই তৈরীর উপকরণ নষ্ট করল আবগারি দফতর। প্রায় আড়াই হাজার লিটার চোলাই তৈরীর মূল উপকরণ ফরমেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করার পাশাপাশি ৭০ লিটারের মতো আই ডি লীকার বায়যাপ্ত করা হয়, সঙ্গে চোলাই তৈরীর সঙ্গে যুক্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে আবগারি দফতর। সম্প্রতি বিশেষ সূত্রে বাঁকুড়ার আবগারি দফতর জানতে পারে ডুমরজুড়ি গ্রামে কার্যত কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে বে আইনি চোলাই তৈরী। খবর পেতেই শুক্রবার ডুমুরজুড়ি গ্রামে হানা দেয় আবগারি দফতরের আধিকারিকরা। বিপুল পরিমাণ চোলাই উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় দু'জনকে। ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো বিশদ তথ্য হাতে পায় আবগারি দফতর। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আজ আবগারি দফতরের বাঁকুড়া, ছাতনা ও বড়জোড়া সার্কেল যৌথ ভাবে হানা দেয় ডুমুরজুড়ি গ্রামে। প্রায় আড়াই হাজার লিটার মদ নষ্ট করে দেয় আবগারি দফতর।

ইউরো ২০২৪

রোনাল্ডোর অ্যাসিস্টের রেকর্ড, তুরস্ককে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পর্তুগাল

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগাল ৩-০ তুরস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গোল করেননি, করিয়েছেন। গড়েছেন ইউরোয় অ্যাসিস্টের রেকর্ডও। আর তারকা ফরোয়ার্ডের রেকর্ড গড়ার দিনে ইউরোতে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে পর্তুগাল। আজ ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে তুরস্ককে ৩-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করেছে ২০১৬-এর চ্যাম্পিয়নরা। পর্তুগালের হয়ে একটি করে গোল করেছেন বের্নার্দো সিলভা ও ব্রুনো ফার্নান্দেজ। অপর গোলটি আত্মঘাতী। রোনাল্ডো গোল না করলেও ব্রুনোর দ্বিতীয় গোল তাঁরই বানিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া তুরস্কের করা আত্মঘাতী গোলেও ছিল পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ীর আক্রমণের প্রভাব। পর্তুগালের কাছে হারলেও অবশ্য তুরস্কের পরের পর্বে ওঠার সুযোগ হারিয়ে যায়নি। একই দিনে গ্রুপের অন্য ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্র-জর্জিয়া ১-১ ড্র করায় গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে টিকে আছে তুরস্ক। ডর্টমুন্ডের সিগনাল ইদুনা পার্কের ম্যাচটিতে তুরস্কের গোলমুখে প্রথম শটই নেন রোনাল্ডো। দ্বিতীয় মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ওই শট অবশ্য তুরস্ক গোলকিপার আতলাই বায়িন্দির সহজেই আটকে দেন। ম্যাচে পর্তুগাল প্রথম গোলটি পায় ২১ মিনিটে। নুনো মেন্ডেসের বাড়ানো বল ধরে সহজেই জালে জড়ান বের্নার্দো সিলভা। ২৯ বছর বয়সী ম্যানচেস্টার সিটি উইঙ্গারের এটি পর্তুগালের হয়ে বড় টুর্নামেন্টে প্রথম গোল। এর আগে দুটি করে ফিফা বিশ্বকাপ ও ইউরো মিলিয়ে টানা ১৪ ম্যাচে গোলশূন্য ছিলেন তিনি। এগিয়ে যাওয়ার সাত মিনিট পর দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় পর্তুগাল। এই গোলে অবশ্য তুরস্কের ডিফেন্ডার সামেত আকাইদিনের দায়ই বেশি। হোয়াও কানসেলো মাঝমাঠ দিয়ে লম্বা করে বল বাড়ান রোনাল্ডোর জন্য। তবে বল পেয়ে যান আকাইদিন। রোনাল্ডো নিজেদের রক্ষণভাগে থাকার কারণেই হয়তো বল পেছনে গোলকিপারের দিকে বাড়ান তিনি। কিন্তু বায়িন্দির ততক্ষণে সামনে চলে আসেন, ধীরে ধীরে বল চলে যায় জালের দিকে। গোলকিপার ছুটে গেলেও তার আগেই গোললাইন পেরিয়ে যায় বল।

ইউরো ২০২৪

ডি ব্রুইনা-টিয়েলম্যানসের গোলে জয়ে ফিরল বেলজিয়াম

আপনজন ডেস্ক: বেলজিয়াম ২-০ রোমানিয়া
স্লোভাকিয়ার কাছে ১-০ গোলের হারে ইউরো শুরুর জ্বালা মনে মনে পুষে রেখেছিলেন বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা। সে ম্যাচে বেলজিয়ামের দুটি গোলও বাতিল হয়েছিল। কোলনে আজ রেইনার্জিস্তাদিওনে রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা তাই আর দেরি করেননি। ম্যাচের ২ মিনিটেই গোল! আরও সঠিক করে বললে ৭৪ সেকেন্ডে। ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম এবং বড় টুর্নামেন্টে বেলজিয়াম জাতীয় দলের হয়ে দ্রুততম এই গোলের পরও আরও অনেক সুযোগ পেয়েছে ডমিনিকো তেদেস্কোর দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের জয়ের ব্যবধান ২-০। ম্যাচের শুরুতে ইউরি টিয়েলম্যানসের সেই গোলের পর ৮০মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি বেলজিয়াম অধিনায়ক কেভিন ডি ব্রুইনার। বেলজিয়াম আরও একবার গোল উদযাপন করেছে। ৬৩ মিনিটে ডি ব্রুইনার ডিফেন্সচেরা পাস ধরে বল জালে পাঠিয়ে উদ্‌যাপন সেরে নিয়েছিলেন বেলজিয়াম স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায় লুকাকু অফসাইড ছিলেন। গোলটি বাতিল হয়। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও অফসাইডের কারণে লুকাকুর একটি গোল বাতিল হয়। লুকাকু জড়িয়ে আছেন বেলজিয়ামের প্রথম গোলেও। জেরেমি ডকুর পাস পেয়ে কিক নেওয়ার জন্য বলটা টিয়েলম্যানসের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন লুকাকু। ১৮ গজ দূর থেকে জোরাল মাপা শটে গোল করতে ভুল করেননি টিয়েলম্যানস। পুরো ম্যাচেই বেলজিয়ামের এই তিন খেলোয়াড় রোমানিয়ার রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন। আর পেছন থেকে পাসে পাসে কলকাঠি নেড়েছেন ডি ব্রুইনা। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে বেলজিয়ান গোলকিপার কোয়েন কাস্তিলসের দুরপাল্লাস পাস ধরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা রোমানিয়ার ডিফেন্ডার নিতাকে পাত্তা না দিয়েই ডান পায়ের দারুণ শটে গোল করেন ডি ব্রুইনা। ২০০০ সালে নরওয়ের টমাস মাইয়ের ও নেদারল্যান্ডসের স্যান্ডর ওয়েস্টারভেল্ডের পর ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় গোলকিপার হিসেবে গোল করালেন কাস্তিলস। এই ম্যাচ নিয়ে সবচেয়ে বড় বিস্ময়, মাত্র দুটি গোল হলো কীভাবে! দুই দলই প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার ৪ মিনিট পরই রোমানিয়ার রাদু দ্রাগুসিনের হেড দারুণভাবে ঠেকান বেলজিয়াম গোলকিপার কাস্তিলস। দুই দলই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলেছে।
বেলজিয়াম রক্ষণে ঢুকছে তো রোমানিয়াও পাল্টা আক্রমণে ভয় ছড়িয়েছে বেলজিয়ান রক্ষণে। শেষ দিকে রোমানিয়ার একটি আক্রমণে গোল লাইনের কাছ থেকে বল ‘ক্লিয়ার’ করেন বেলজিয়ামের ডিফেন্ডাররা। মোট ১৪টি শটের প্রচেষ্টা নিয়ে ৫টি শট বেলজিয়ামের পোস্টে রাখতে পেরেছে রোমানিয়া। বেলজিয়াম ২০টি শট নিয়ে ৯টি রাখতে পেরেছে পোস্টে। বেলজিয়াম জেতায় ‘ই’ গ্রুপের সমীকরণ বেশ জমে উঠল।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস

আপনজন ডেস্ক: গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট আবারও চোখ রাঙাচ্ছিল। আফগান সমর্থকদের কেউ কেউ হয়তো সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ম্যাক্সওয়েলের অমন ইনিংসের কথাই ভাবছিলেন। সেই ম্যাচে ৯১ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়েও ম্যাক্সওয়েলের ডাবল সেঞ্চুরিতে হারতে হয় আফগানিস্তানকে। তবে আজ আর তেমনটা হয়নি। ম্যাক্সওয়েলকে ৫৯ রানে থামিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে আফগানিস্তান। সেন্ট ভিনসেন্টে আজ অস্ট্রেলিয়াকে ১৪৯ রানের লক্ষ্য দিয়ে ২১ রানে হারিয়েছে আফগানরা। আফগানিস্তানের বোলারদের দাপটে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গেছে ১২৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি আফগানিস্তানের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে ধসিয়ে দিয়েছেন মূলত গুলবদিন। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন এই অলরাউন্ডার, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় সেরা বোলিং ফিগার। তিনি আউট করেছেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, টিম ডেভিড ও প্যাট কামিন্সকে। বোলিংয়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন আফগানিস্তানের অন্য বোলাররা। ট্রাভিস হেডকে শূন্য রানে ফেরানো নাভিন উল হকও ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। প্রথম ওভারে হেডকে ফেরানো নাভিন তৃতীয় ওভারে ফেরান অধিনায়ক মিচেল মার্শকে। এরপর ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে ডেভিড ওয়ার্নাকে আউট করেন মোহাম্মদ নবী। ৩২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ৩৯ রানের জুটি গড়েন ম্যাক্সওয়েল ও স্টয়নিস। এরপরই মূলত গুলবদিন ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন। তাঁর বাউন্সারে ইনিংসের ১১তম ওভারে আউট হন স্টয়নিস। টিম ডেভিডও উইকেটে থিতু হতে পারেননি। তাঁকেও আউট করেছেন গুলবদিন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ টানা ৮ ম্যাচ জেতার পর হার দেখল অস্ট্রেলিয়া।
এর আগে শুরুটা দারুণ করে আফগানিস্তান। রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান ওপেনিংয়ে গড়েন ১১৮ রানের জুটি। যদিও তুলনামূলক কঠিন উইকেটে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের সামনে খুব একটা দ্রুতগতিতে রান তুলতে পারেননি তাঁরা। দুজনে ১১৮ রানের জুটি গড়েছেন ৯৫ বলে। ৪৮ বলে ৫১ রান করেছেন ইব্রাহিম। গুরবাজ করেছেন ৪৯ বলে ৬০। এমন জুটির পর বড় একটা সংগ্রহই হওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের। তবে শেষ ৫ ওভারে মাত্র ২৯ রান করতে পারে তারা। এর কারণ প্যাট কামিন্সের হ্যাটট্রিক। বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পর আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবারও হ্যাটট্রিক করেছেন এই পেসার। এবারও দুই ওভার মিলিয়ে তাঁর হ্যাটট্রিক। উইকেট নিয়েছেন ১৮তম ওভারের শেষ বল এবং ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে। আজ কামিন্সের হ্যাটট্রিকের শুরুটা হয় ১৮ ওভারের শেষ বলে রশিদ খানকে আউট করে। এরপর ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে আউট করেন করিম জানাত ও গুলবদিন নাইবকে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টানা দুই ম্যাচে কোনো বোলারের হ্যাটট্রিকের ঘটনা এই প্রথম। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয়। এর আগে ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টানা দুই টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছিলেন পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম।

ফিক্সিংয়ের অভিযোগ: ১ কোটি টাকার মানহানি মামলা করলেন বাবর আজম

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ ফিক্সিং করে অডি গাড়ি ও বিভিন্ন দেশে ফ্ল্যাট পেয়েছেন বাবর আজম—পাকিস্তান অধিনায়কের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন সঞ্চালক মুবাশির লুকমান। এ ধরনের ‘মিথ্যা’ ও ‘ভিত্তিহীন’ অভিযোগে মানহানি হয়েছে দাবি করেছেন ক্ষুব্ধ বাবর। অভিযোগকারী লুকমানের কাছে ১ বিলিয়ন টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন তিনি। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তান দলের সহকারী কোচ ও সাবেক ক্রিকেটার আজহার মেহমুদও। পাকিস্তান দল চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ার পর দেশটির ক্রিকেটাঙ্গন এখন ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ও দোষারোপের ঘটনায় সরগরম।
পাকিস্তানের সামাটিভির খবরে বলা হয়, ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠার পর আইনজীবী দলের সঙ্গে আলোচনা করে আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন বাবর। এরই মধ্যে আইনজীবীর মাধ্যমে লুকমানকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে লুকমানকে তাঁর উত্থাপিত অভিযোগের প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে। ব্যর্থ হলে বাবরের সুনাম ক্ষুন্নের দায়ে জরিমানা দিতে হবে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লুকমানের একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তিনি বলেন, বাবর তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে অডি ই-টর্ন পাওয়ার কথা বললেও এগুলো আসলে প্রশ্নবিদ্ধ জুয়াড়িদের মাধ্যমে পেয়েছেন। একইভাবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অ্যাপার্টমেন্টেরও মালিক হয়েছেন তিনি।
লুকমান কথাগুলো বলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের সূত্র ধরে। শিরোপার প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাবরের দল গ্রুপ পর্বে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হারে, পরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে লো-স্কোরিং ম্যাচ জেতে অল্প ব্যবধানে। লুকমান দাবি করেন, বাবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যাচ হেরে দামি উপহার পেয়েছেন। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় অডি ই-টর্ন গাড়ি ও বিদেশে অ্যাপার্টমেন্টের কথা উঠে আসে তাঁর মুখে। এ ছাড়া বিশ্বকাপে শাহিন শাহ আফ্রিদির নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সেরও সমালোচনা করেন তিনি।
লুকমানের ভিডিওটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের অনেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছে অভিযোগ তদন্তের দাবি করেন। এদিকে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তোলায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আজহার মেহমুদও। প্রমাণ ছাড়া ভিত্তিহীন দাবি করায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রশিদের হুংকার, ‘এটা মাত্র শুরু’

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খুব কাছে গিয়েও অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি আফগানিস্তান। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অতিমানবীয় এক ইনিংস চুরমার করে দিয়েছিল আফগানদের সব স্বপ্ন। আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটের ম্যাচেও আফগানদের জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর ভুল করেনি আফগানিস্তান। ২১ রানে ম্যাচ জিতে নিয়ে পুরোনো হিসাবটাই যেন সমান করে দিল তারা। ম্যাচ শেষে আফগান অধিনায়ক রশিদ খান বলেছেন, দুই বছর ধরে এ জয়টাই মিস করছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি এটা যে মাত্র শুরু, সেটাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। একই সঙ্গে বলেছেন সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নের কথাও। বিশ্বকাপের সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই জয়ের মাহাত্ম্য কেমন, তা জানতে চাইলে রশিদ বলেছেন, ‘এটা দল ও দেশের জন্য অনেক বড় একটি জয়। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর অনুভূতি দারুণ। এটা এমন কিছু, যা আমরা ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে করতে পারিনি, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় ২০২২ বিশ্বকাপেও করতে পারিনি।’
অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর এখন আফগানিস্তানের সেমিফাইনালে খেলার দারুণ সুযোগ আছে। রশিদও এখন সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নে বিভোর, ‘এটা আমাদের দেশের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সমর্থকদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়। আফগানরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তারা এমন একটি জয়ের অপেক্ষায় ছিল। খুবই মিস করছিল। তবে এটা আমাদের জন্য মাত্র শুরু। সেমিফাইনালে খেলার সব সুযোগ আমাদের আছে।’
গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানের হয়ে ওপেনিং করেছিলেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। পরে ভারতের বিপক্ষে সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে জাদরানের পরিবর্তে ওপেন করেন হজরতউল্লাহ জাজাই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আবারও ফিরে আসেন জাদরান। আজ আফগানদের হয়ে দুই ওপেনারই করেছেন ফিফটি। জুটি গড়েছেন ১১৮ রানের।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

স্কটল্যান্ড: নজর বড় শিকারের দিকেই

আপনজন ডেস্ক: মে মাসের শুরুতে আবুধাবিতে ইতিহাস গড়ে ফেলেছে স্কটল্যান্ড। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ করে নিয়েছে তারা, সামনের অক্টোবরে বাংলাদেশে আসবে দলটি। এতটুকু পড়ে একটু ধোঁয়াশায় পড়ে যেতে পারেন। সেটি দূর করে দিই। বলা হচ্ছিল স্কটল্যান্ড নারী দলের কথা। পুরুষ দল অবশ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোটামুটি নিয়মিত। প্রথম দুই আসরে খেলা দলটি বিশ্বকাপে ফেরে ২০১৬ সালে। এবার হতে যাচ্ছে স্কটিশ পুরুষ দলের টানা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এখন পর্যন্ত ২০ ওভারের বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে স্মরণীয় আসর ২০২১ সালে। সেবার প্রথম পর্বে বাংলাদেশকেও হারিয়ে দিয়েছিল দলটি, যদিও সুপার টুয়েলভে হেরেছিল সব কটি ম্যাচ। গতবার তাদের একমাত্র জয়টি ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। মানে স্কটল্যান্ডের নজর থাকে যেন বড় শিকারের দিকেই!
তবে দেশটির ক্রিকেট-কাঠামো এমন, বিশ্বকাপেও তাদের তাকিয়ে থাকতে হয় ইংল্যান্ডের কাউন্টি দলগুলোর দিকে! স্কটল্যান্ডের বেশ কয়েকজন কাউন্টি দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, সব সময় তাই জাতীয় দলের হয়ে খেলার ‘ছাড়পত্র’ পান না তাঁরা। এবারও যেমন প্রাথমিক দল অনুযায়ী সমারসেট পেসার অভিজ্ঞ জশ ডেভিকে পাচ্ছে না স্কটল্যান্ড। তবে জাতীয় দলে ফিরেছেন ডারহামের ব্যাটসম্যান মাইকেল জোন্স ও হ্যাম্পশায়ার পেসার ব্র্যাড হুইল। টানা তৃতীয় বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন রিচি বেরিংটন। বিশ্বকাপ শুরুর দিন ১৫ আগেও আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে ছিল স্কটল্যান্ড (১২)। বিশ্বকাপে গিয়ে নতুন কোনো ইতিহাস কি গড়তে পারবে দলটি!

স্কোয়াড

রিচি বেরিংটন
অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান
ম্যাথু ক্রস
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
ব্র্যাড কুরি
বাঁহাতি পেসার
ক্রিস গ্রিভস
লেগ স্পিনার
ওলি হেয়ার্স
ব্যাটসম্যান
জ্যাক জারভিস
পেসার
মাইকেল জোন্স
ব্যাটসম্যান
মাইকেল লিস্ক
অলরাউন্ডার
ব্র্যান্ডন ম্যাকমালেন
অলরাউন্ডার
জর্জ মানসি
ব্যাটসম্যান
সাফিয়ান শরীফ
পেসার
ক্রিস সোল
পেসার
চার্লি টিয়ার
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
মার্ক ওয়াট
বাঁহাতি স্পিনার
ব্র্যাড হুইল
পেসার

বুমরা ভারতের ‘রিজার্ভ ব্যাংক’, বললেন ইরফান পাঠান

আপনজন ডেস্ক: অনেক দিন ধরেই যশপ্রীত বুমরা ভারতের পেস বোলিংয়ে প্রধান অস্ত্র। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও যা প্রমাণ করে চলেছেন তিনি। বুমরার বোলিংই (১৪ রানে ৩ উইকেট) গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে অনেক কম সংগ্রহ নিয়েও জিতিয়েছিল ভারতকে। আর সুপার এইটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচে শিকার ১০ উইকেট। বিশ্বকাপে ৩০ বছর বয়সী বুমরার এমন পারফরম্যান্সে খুশি হয়ে তাঁকে দারুণ একটা তকমাই দিয়েছেন ইরফান পাঠান। সাবেক ভারতীয় পেসারের মতে, দলে বুমরার যে ভূমিকা, সেটি অনেকটাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো। বুমরা ভারতীয় ক্রিকেট দলের ‘রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া’। ইরফান পাঠান স্টার স্পোর্টসে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ‘সে অনেকটাই ভারতের “রিজার্ভ ব্যাংক”। তাকে যেকোনো সময় ব্যবহার করা যায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনি তার ৪টি ওভারের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারবেন। বুমরা ম্যাচের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় তার বোলিং দিয়ে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে বুমরার পারফরম্যান্স নিয়ে ইরফানের মন্তব্য, ‘প্রথম ওভারে অর্শদীপ ১২ রান দিল। আফগানিস্তানের ব্যাটিং তাতে গতি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুমরা দ্বিতীয় ওভারে এসে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করল। ৬টা স্লোয়ার বলে বোলিংয়ের গতিপ্রকৃতিও নির্ধারিত হয়ে গেল। বিশ্ব ক্রিকেটে কেউই এই কাজটা বুমরার চেয়ে ভালো করতে পারে না।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**